NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ দক্ষিণ আফ্রিকাকে সর্বনিম্ন রানে থামিয়ে ভারত জিতল ২০০ বল হাতে রেখে

চাপে থাকা জাভির পাশে রিয়াল কোচ আনচেলত্তি ৮

কলকাতা ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ ১ পৌষ ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ১৮৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 18.12.2023, Vol.17, Issue No.186, 8 Pages, Price 3.00

দিল্লি গেলেন মমতা, মঙ্গলে বৈঠক 'ইন্ডিয়া'র, বঞ্চনার প্রতিবাদে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাপ্য বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে দিল্লি রওনা হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরব হলেন সংসদ হানা নিয়েও। যাওয়ার আগে মমতার অভিযোগ, নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে ন্যায্য প্রশ্ন তোলার 'অপরাধে'ই সাসপেন্ড করা হয়েছে ডেরেক ও'ব্রায়েনদের। কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়েই প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ ঠুকবেন মমতা।

—ফাইল ছবি

প্রসঙ্গত আগামী লোকসভা ভোট নিয়ে দিল্লিতে রয়েছে 'ইন্ডিয়া'-র বৈঠক। মঙ্গলবার সেই বৈঠকেই কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে আওয়াজ উঠবে বলেই ইঙ্গিত দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেটা বকেয়া থেকে শুরু করে নিরাপত্তা প্রসঙ্গ সবেতেই।

গত অক্টোবরেই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সাংসদরা দিল্লি অভিযান করেছেন। এবার ডিসেম্বরে অভিষেকদের নিয়ে দিল্লি যাচ্ছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা। সাংসদদের নিয়ে দেখা করবেন খোদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। রবিবার দুপুরে বিমানে রাজধানী উড়ে গেলেন তিনি। দিল্লি রওনা হওয়ার আগে মমতা জানিয়েছেন, সোমবার কয়েক জনের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে তাঁর। তার মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিকরাও। মঙ্গলবার 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। বুধবার সকাল ১১টায় অভিষেক-সহ আরও কয়েক জন সাংসদকে সঙ্গে নিয়ে মমতা যাবেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে একশো দিনের পাওনা টাকা-সহ একাধিক বকেয়া চেয়ে দরবার করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা জানিয়েছেন, মানুষের দাবিদাওয়ার কথা জানাতে তাঁর সঙ্গে কয়েক জন সাংসদও প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবেন। তবে সেই তালিকায় অভিষেক ছাড়া আর কে কে যাবেন, তা পরবর্তী কালে তিনি জানিয়ে দেবেন।

ভয়াবহ বিস্ফোরণ নাগপুরের বিস্ফোরক তৈরির কারখানায়, মৃত্যু অন্তত ৯ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের নাগপুরের বাজারগাঁও এলাকার 'সোলার ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড'। রবিবার সকাল ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বিস্ফোরক তৈরির কারখানাটিতে। সূত্রের খবর, বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ন'জনের। তার মধ্যে ৩ জন মহিলা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

ঘড়িতে সময় তখন সকাল ন'টা। সকালের শিফটের কাজ চলছিল। আচমকাই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে 'সোলার ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড'। ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত অবস্থায় ছড়িয়ে পড়ে কয়েকজনের শরীর। আহত হন আরও বেশ কয়েক জন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সকলকেই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। মৃতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে সরকারের তরফে। মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ টুইটারে জানিয়েছেন, মৃতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও মৃত ও আহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রের খবর, কয়লা ফাটানোর বিস্ফোরক প্যাকিং করার কাজ চলছিল কারখানায়। সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিস্ফোরণের অভিঘাতে ঘটনাস্থলেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কয়েকজনের শরীর। তাঁদের মধ্যে ছ'জনের মৃত্যু হয়। আহত হন আরও কয়েক জন। পরে হাসপাতালে আরও তিন জনের মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, এই সরকারি কারখানায় বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক তৈরি হত। যে বিস্ফোরক মূলত খনি এলাকা বা পাহাড় ফাটানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। যদিও সকাল ৯টা নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটলেও উদ্ধারকাজ শুরু হতে আরও এক ঘণ্টা পেরিয়ে যায় বলেই সূত্রের খবর। নাগপুরের ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর ভিপিন ইতঙ্কর জানান, কিছু বাধ্যতামূলক সুরক্ষা প্রোটোকলের জন্যই উদ্ধারকাজ শুরু করতে বাড়তি সময় লেগেছে। পেট্রোলিয়াম ও বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছেন। শীঘ্রই তাঁর হাতে এ বিষয়ে রিপোর্ট আসবে।

এসপি (গ্রামীণ) এ পোদ্দার মৃত্যুগুলি নিশ্চিত করেছেন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন তিনিও। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা কাটোলের বিধায়ক অনিল দেশমুখ।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই ধরনের কারখানায় বিস্ফোরক বাক্সবন্দি বা প্যাকিং করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সতর্কতা বজায় রাখা হয়। কিন্তু রবিবার সকালে কী করে এমনটা হল, তা নিয়েই প্রশ্ন। সমস্ত নিয়ম ঠিকমতো মানা হয়েছিল কিনা তা এখনও অস্পষ্ট। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করবে প্রতিরক্ষা দপ্তর।

সংসদে নিরাপত্তায় গলদ নিরপেক্ষ তদন্ত হোক: মমতা

—ফাইল চিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিল্লি যাওয়ার আগে বঞ্চনা নিয়ে কথা বলতে গিয়েই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে হানার প্রসঙ্গ নিয়ে মুখ খুললেন। তাঁর দাবি, সংসদে এই ঘটনা প্রমাণ করে নিরাপত্তার গাফিলতি ছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও তা মেনে নিয়েছে। আর এ বিষয়ে ন্যায্য প্রশ্ন তোলার কারণেই সাসপেন্ড হতে হয়েছে তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেকদের। এই প্রেক্ষিতে বিজেপি নেতাদের কথায় এই ঘটনায় যোগের কথা উঠে আসছে বাংলারও। এ প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'ওরা বলেছে বাংলার সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ নেই। ইনভেস্টিগেশন (তদন্ত) নিরপেক্ষ হোক, সেটা আমরা চাই। এ জন্য আমরা কোনও উল্টোপাল্টা কমেন্টস (মন্তব্য) করি না। আমরা তো আর আবোল তাবোল করি না। যেটা বলব সেটা দায়িত্ব নিয়ে বলব। কাজেই আমরা আগে দায়িত্বশীল হই। এটা মাথায় রাখা উচিত।'

সংসদে স্মোক বম্ব ছোড়ার ঘটনা নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ। সংসদে এই নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকও করেন। মোদী বলেন, বিষয়টি যথেষ্ট গুরুতর। এই ঘটনা নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দেন যে, নতুন সংসদে নিরাপত্তা-গলদ নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন। এই ঘটনায় জড়িতদের কারও কারও সঙ্গে বাংলার নাম উঠে এসেছে। যাকে হাতিয়ার করেছে বাংলার বিরোধী শিবির। বিজেপির দিকে নিশানা করে তৃণমূলের সর্বময় নেত্রীর অভিযোগ, 'বাংলাকে নিয়ে কুৎসা, অপপ্রচার করাই এদের কাজ। বাংলা অপরাধমূলক কাজকে প্রশ্রয় দেয় না। লোকসভার সুরক্ষা বিঘ্নিত হয়েছে। নিরপেক্ষ তদন্ত চাই। সংসদে যা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে গুরুতর। আমি চাই, তদন্ত নিরপেক্ষ হোক।'

নোনাপুকুরে আগুন, ঘর থেকে উদ্ধার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতায়: রবিবার বিকেলে মধ্য কলকাতায় নোনাপুকুরে আগুন লাগল একটি বাড়িতে। এদিকে এই ঘটনার সময় বাড়িতে আটকে ছিলেন বেশ কয়েকজন। খবর পেয়েই দমকল উদ্ধারকাজ শুরু করে। সূত্রের খবর, ওই বাড়ি থেকে ৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। আরও কেউ আটকে আছে কিনা, খতিয়ে দেখছে দমকল। এদিন ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। জানা গিয়েছে, অত্যন্ত ঘিঞ্জি এলাকায় হওয়ায় ভেতরে আটকে থাকা বাসিন্দাদের উদ্ধার করতে বেগ পেতে হয় দমকলকে। দমকলের ৫টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা উদ্ধার কার্য চালাতে গিয়ে মুশকিলে পড়েন। তবে এর মধ্যে থেকেই মই দিয়ে ওপরে ওঠেন এক দমকল কর্মী। ঘরের ভিতর থেকে ৫ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেল ৫টা নাগাদ নোনাপুকুরে একটি তিনত লা বাড়ির জানলা থেকে আগুনের শিখা দেখতে পান স্থানীয়রা। সঙ্গে কালো ধোঁয়ায় ঢাকে এলাকা। এদিকে সেই সময় ওই বাড়িতে ছিলেন বেশ কয়েকজন। প্রতিবেশীরাই তড়িঘড়ি দমকলে খবর দেয়। বাড়িটিকে লোকজন আটকে থাকায় সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যদিও দমকলকর্মীরা সঠিক সময়ে তাঁদের বের করে আনায় এ যাত্রায় বড় বিপদ থেকে রক্ষা পান তাঁরা।

শিল্পপতি সজ্জন জিন্দলের বিরুদ্ধে থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের এক অভিনেত্রীর

অভিযোগ ওড়ালেন জিন্দাল গোষ্ঠীর কর্ণধার

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর: পেন্ট হাউজে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেছেন সজ্জন জিন্দল। দেশের প্রথম সারির শিল্পপতি জিন্দল গোষ্ঠীর কর্ণধারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করলেন এক অভিনেত্রী। মুম্বইয়ের বিকেসি থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন তিনি। মুম্বই পুলিশ সূত্রে খবর, শিল্পপতির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬, ৩৫৪ এবং ৫০৬ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। অভিনেত্রীর বয়ানের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে একটি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী ধর্ষণের কথা অস্বীকার করে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন সজ্জন জিন্দাল।

তবে অভিনেত্রীর অভিযোগ, ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে ঘটনাটি ঘটেছিল। বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সে জিন্দাল গোষ্ঠীর সদর দপ্তরে একটি পেন্টহাউস রয়েছে। সেখানেই তাঁকে সংস্থার কর্নধার ধর্ষণ করেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ অভিনেত্রীর। তাঁর দাবি, থানায় গেলে খারাপ হবে বলে ভয় দেখানো হয়েছিল তাঁকে। চলতি বছর তিনি জিন্দলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ জানাতে থানায় গিয়েছিলেন। অভিনেত্রীর অভিযোগ, একজন প্রভাবশালী শিল্পপতির বিরুদ্ধে কোনওভাবেই পুলিশ তাঁর অভিযোগে গুরুত্ব দেয়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশেই অভিনেত্রী সজ্জন জিন্দলের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করেন।

অভিনেত্রী জানান, ২০২১ সালে আইপিএল-এর সময় দুবাইয়ে একটি ভিআইপি বক্সে তাঁর প্রথম আলাপ হয় সজ্জন জিন্দলের সঙ্গে। এরপর জয়পুরে সাংসদ প্রফুল্ল প্যাটেলের ছেলের বিয়েতেও দু'জনের দেখা হয়। মুম্বইতে একান্তে বহুবার সাক্ষাৎও করেন তাঁরা। পাশাপাশি অভিনেত্রী পুলিশকে এও জানান, তাঁর ভাই দুবাইতে সম্পত্তি কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত। সজ্জন জিন্দাল সেই সম্পত্তি কিনতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন এবং সেই নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে মুম্বইতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। অভিনেত্রীর কথায়, মুম্বইতে সজ্জন জিন্দল তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেন একাধিকবার। তা নিয়েও অস্বস্তিতেও পড়েন তিনি। নিজের বিবাহিত জীবনের সমস্যা নিয়েও অভিনেত্রীর কাছে পরামর্শ চান এই শিল্পপতি। শুধু তাই নয়, মেসেজে প্রায়শই ফ্লার্ট করতেন শিল্পপতি। আর সেখানেই কুপ্রস্তাব দেন বলে অভিযোগ।

অভিনেত্রীর দাবি, মেসেজে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বারবার বলতে থানায় তিনি বিয়ের প্রস্তাব দেন। বিয়ে করলে তবেই তিনি জিন্দলের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে যেতে রাজি বলে জানান অভিনেত্রী। জিন্দাল নাকি প্রতিশ্রুতিও দেন তাঁকে বিয়ে করার। এর পরই ২০২২ সালের ২৪ জানুয়ারি নিজের পেন্টহাউসে তাঁকে ধর্ষণ করেন জিন্দাল। তিনি ওই দিন জিন্দালদের অফিসের একটি মিটিং-এ অংশ নিতে সেখানে গিয়েছিলেন। তখনই তাঁকে পেন্ট হাইজে আনা হয়। অভিনেত্রীর দাবি, জিন্দাল পরে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চান। এরপরও সজ্জন জিন্দলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানান অভিনেত্রী। তবে সজ্জন তাঁকে এড়িয়ে চলেন। অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দেন সজ্জন। পরে ২০২২ সালের জুন মাসে সজ্জন অভিনেত্রীকে হুমকি দেন, যদি এই ঘটনা নিয়ে পুলিশের কাছে যান, তবে ফল ভালো হবে না। আর তারপর সজ্জন অভিনেত্রীর নম্বর ব্লক করে দেন। যদিও এ নিয়ে একটি জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে মুখ খুলেছেন জিন্দাল গোষ্ঠীর কর্ণধার। সংবাদমাধ্যম 'ইকোনমিক্স টাইমস নাও'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিবৃতিতে সমস্ত অভিযোগই খারিজ করে তিনি বলেছেন, 'সমস্ত অভিযোগই অসত্য এবং ভিত্তিহীন। এই তদন্তে তিনি সব রকম ভাবে সহযোগিতা করবেন।' তবে যেহেতু বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন তাই এ ব্যাপারে তিনি আর প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করবেন না।

রবিবারে ফের মেট্রো বিভ্রাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবারের পর ফের রবিবার। আগের দিন প্রায় ৫ ঘণ্টা পর পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছিল। রবিবারও একই হল। কয়েক ঘণ্টা বন্ধ বন্ধ রইল দক্ষিণেশ্বর থেকে দমদম পর্যন্ত মেট্রো চলাচল। যদিও বাকি লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। রবিবার দুপুরবেলা মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েন অনেক যাত্রী। এ নিয়ে মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, 'থার্ড রেলে বিদ্যুৎ পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটেছে। দুপুর ১টা ৫২ মিনিট থেকে দমদম এবং দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। আবার দক্ষিণেশ্বর থেকে দমদম পর্যন্ত ১টা ৫৮ মিনিটে পরিষেবা বন্ধ হয়েছে।' প্ল্যাটফর্মে বেশ কিছু ক্ষণ অপেক্ষার পর ঘোষণা করা হয়। প্ল্যাটফর্মে আর কোনও যাত্রীকে দাঁড়াতে না দিয়ে তাঁদের টিকিটমূল্য ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু ক্ষণের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় টিকিট কাউন্টার। রবিবার ছুটির দিন দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত এবং দর্শনার্থী সমাগম অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু রবিবার দুপুরবেলা মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েন অনেক যাত্রী। এদিন অনেকেই ইকো পার্ক-সহ সল্টলেকের দিকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যান। সমস্যায় পড়েন তাঁরাও।

বর্ধমানে দুর্ঘটনা, মৃত বেড়ে ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান স্টেশনে জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে পড়ার ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও এক জনের মৃত্যু হল। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪-এ। মৃত ৬২ বছরের সুধীর সূত্রধর মেমারি কলেজ পাড়া এলাকার বাসিন্দা। ১৩ ডিসেম্বর দুর্ঘটনার দিন, তিনি ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেদিনই তিন জনের মৃত্যু হয়েছিল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুধীরবাবুর মৃত্যু হয়। গত বুধবার বর্ধমান স্টেশনের ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ৫৩ হাজার গ্যালন জলের ট্যাঙ্কটি হুড়মুড়িয়ে ভেড়ে পড়ে। জানা গিয়েছে ভেঙে পড়া ট্যাঙ্কটি নির্মিত হয়েছিল ১৮৯০ সালে। ১৩৩ বছরের এই ট্যাঙ্ক ভেঙে পড়ায় রেলের বিরুদ্ধে রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। এতে যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়ে রেল। পরে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করে রেল। এই ঘটনার পরেই রেলের অন্যান্য জলের ট্যাংকের স্বাস্থ্য পরীক্ষারও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শীতে কাঁপছে কলকাতা, রবিতে পারা নামল ১৩.৭ ডিগ্রিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিম্নচাপ কাটতেই চালিয়ে ব্যাটিং শুরু শীতের। শনিবার ছিল মরসুমের শীতলতম দিন। রবিবার তাপমাত্রা নামল আরও। আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানাচ্ছে রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৫ ডিগ্রির নীচে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি কম। শনিবার কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তা-ও স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি কম।

আশার খবর, সপ্তাহ শেষেও থাকবে শীতের আমেজ। ১৩ ডিগ্রির আশপাশেই থাকবে পারদ। অন্য দিকে পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গে কোথাও ১০-এর সেলসিয়াসের নীচেও নেমে গিয়েছে তাপমাত্রা। খুব সকালে থাকছে হাল্কা থেকে মাঝারি কুয়াশা। উত্তরের পার্বত্য জেলাগুলিতেও পারদ নিম্নমুখী। সমতলের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। কুয়াশার বেশি সম্ভাবনা কোচবিহারে। সঙ্গে ফের পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরের জেলায়। আরও একবার তুষারপাতের সম্ভাবনা বাড়ছে সিকিম এবং দার্জিলিং-এর উঁচু এলাকায়। মঙ্গলবার তুষারপাতের সম্ভাবনা বেশি বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। তবে সবটাই নির্ভর করছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কতটা প্রভাব বিস্তার করে তার ওপর।

কুণাল ঘোষের 'ভবিষ্যদ্বাণী'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০৩৬ পর্যন্ত ক্ষমতায় কে? তারপরেই বা মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, জানিয়ে দিলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। রবিবার একটি সভায় কুণালের ভবিষ্যদ্বাণী ২০৩৬ সাল পর্যন্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই থাকবেন। তারপরেও বাংলার সরকার তখনও চালাবে মমতার হাতে গড়া তৃণমূলই। তবে এক নতুন মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে। কে তিনি? কুণালের ইঙ্গিত, তৃণমূলে এখন 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' বলে পরিচিত দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যে হেতু মমতা দলের সর্বময় নেত্রী, তাই তাঁকে 'তৃণমূলের দ্বিতীয়'ও বলেন অনেকে। কুণাল জানিয়েছেন, ২০৩৬ সালের পর অভিষেকই হবেন বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর
প্রথম সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশান আদালত
T.S.no-21/2011

শ্রী শংকর কুমার মাইতি দীং ...বাদীগন
-বনাম-
শ্রী জগদীশ মাইতি দীং ...বিবাদীগন

এতদ্দ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অর্ন্তগত গুমাই মৌজার গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারনকে জানানো যায় যে, উপরোক্ত নম্বর T.S 21/2011 মোকর্দ্দমার ২ নং বিবাদী নারায়ন চন্দ্র মাকড় পরলোক গমন করায়, তাহার ওয়ারিশগন যথাক্রমে ২(ক) পত্নী শ্রীমত্যা সন্ধ্যা মাকড়, দুই পুত্র ২(খ) গৌতম মাকড় ও ২(গ) উত্তম মাকড়কে অত্র আদালত হইতে শমন প্রেরন করা হইয়াছে। শমন জারী না হওয়ায়, অত্র সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানানো যায় যে, অত্র মোকর্দ্দমার দিন ইং ০৮-০১-২৪ তারিখে ধার্য্য হইয়াছে। ধার্য্য দিনে উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় আপনি/ আপনারা স্বয়ং উপস্থিত হইবেন বা উকিলবাবুর দ্বারা বক্তব্য রাখিবেন। অন্যথায় ধার্য্য দিনে আপনি/ আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা মতে আদেশ হইবে।
নিবেদন ইতি

অনুমত্যানুসারে
সেক শাহাজাদা
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশান-১ নং আদালত

CHANGE OF NAME

I, **ABHA KHAMARU** W/O Ananda Khamaru residing at Vill + P.O. - Debipur, P.S. - Jalangi now Sagarpara, Dist - Murshidabad do hereby declare vide affidavit before the Notary Public, Domkal, Murshidabad dated 12.12.2023 that my actual and correct name is **ABHA KHAMARU** and it is recorded in my Aadhar Card but inadvertently my name is recorded as ABHARANI KHAMARU in my voter card. **ABHA KHAMARU** and **ABHARANI KHAMARU** is one, same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **MODASSIR SHOIEB MALLICK** S/O Md. Shoieb Mallick residing at 100, D.K.M. Sarani, P.S. - Watgunge, Kolkata - 700023 do hereby declare vide affidavit No. 6083 filed before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata dated 11.10.2023 that my actual and correct name is MODASSIR SHOIEB MALLICK and my father's correct name is MD. SHOIEB MALLICK and these are recorded in my Aadhar and PAN Cards but inadvertently, in my all educational certificates, my name and my father's name has been recorded as MODASSIR SHOEB MULLICK and **MD. SHOEB MULLICK, MODASSIR SHOIEB MALLICK** and **MODASSIR SHOEB MULLICK** is the same, one and identical person & my father **MD. SHOIEB MALLICK** and **MD. SHOEB MULLICK** is the same, one and identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৮ই ডিসেম্বর । সোমবার, ১ লা পৌষ। ষষ্ঠী তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ এক নতুন যোগাযোগের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কেনাকাটা করলে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি হবে, তা কিনতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধানের দিন। প্রবীণ নাগরিক যারা ব্যাধি তে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মুক্তির দিন। বিবাহের ব্যাপারে কোন কথা পাকা হতে পারে। প্রতি সোমবার বাবা মহা মৃত্যুঞ্জয়ের উপবাস সহ শিব পূজা করুন।

বৃষ রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা কোন এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। যারা লেখক-সাংবাদিকতা করেন, শিল্পী কলাকুশলী তাদের যে চূড়ান্ত পারফরমেন্স হওয়ার কথা ছিল, সেটা থমকে যাবে। নজর আপনার প্রতি থাকবে ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয় ।হরি ওম হরি ওম বলুন পথ চলুন।

মিথুন রাশি : নতুন কর্মের সম্ভাবনাময় দিন। যে চিন্তাটা আগে করেছিলেন, আজ আবার পুনরায় করুন, শুভ ফল পাবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে তুষ্ট থাকবেন। সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাংক ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে, শুভ। কৃষি জমি, বাস্তু জমি, দোকান ঘর, বিক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। বিবাহের ব্যাপারে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রী শিবনাম করুন ১০৮ বার শুভ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মের জন্য শুভ দিন। গত কয়েকদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছেন, আজ তার মূল্যায়ন হবে। বাড়ি ও বাস্তু জমি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যালয়ের সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রেমিক যুগল শুভ দিন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে অশান্তি ছিল, আজ তার সমাধান হবে। পরিবারের প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। পরিবারে নারীর দ্বারা নারীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। সতর্ক থাকুন বন্ধু বেশি শত্রুরূপী মানুষের থেকে। যারা ব্যবসা করেন, তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। এক ঐশ্বরিক সহযোগিতা পাবেন।

কন্যা রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন ।পুরাতন বান্ধব দ্বারা যে সহযোগিতা প্রাপ্তির কথা ছিল, তা আজ বাধা পড়বে। যে কাজটা হয়ে গেলে মানসিক শান্তি এবং অর্থ লাভ দুটোই হতো, সেই কাজে বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর ব্যাপারে অশুভ। আজ যেটা নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করবেন সে কাজে বাধা আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা। ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্গা দিন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : আজকের দিনটি অতি ব্যয় হবে। বন্ধুর জন্য যে কাজ করছেন, তাতে কি বন্ধুর সহযোগিতা পাবেন? সত্য কথা, স্পষ্ট কথা, বলা ভালো। কিন্তু রুঢ়ো বাক্য ব্যবহার করার আগে, পরিবেশ দেখে নিন। শত্রু বেশি মানুষ আশেপাশে আছে সতর্ক থাকবেন। কৃষ্ণ নাম করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় শুভ যোগ। যে সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের কথা ভাবছেন তা আজ চূড়ান্ত করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যা ভাগ্য শুভ। ধৈর্য রাখলে আজ অত্যন্ত শুভ দিন। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন।

ধনু রাশি : যারা বিক্রয় প্রতিনিধি, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজ কর্মের সম্মান বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া টার্গেট হয়তো ফুলফিল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিদেশে আছেন তাদের পরিবারে, পারিবারিক আনন্দ বৃদ্ধি হবে। পোষ্য কুকুর বিড়ালকে নিয়ে, যে সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাবে। প্রতিদিন মা দুর্গার ছবিতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ।

মকর রাশি : গৃহে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও মনের মধ্যে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সন্তানের জন্য যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন, আজ তা আটকে গেল। যারা কর্মে নতুন পথের সন্ধান চেয়ে অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য দিনটি ঠিক নয় ১০৮ বিল্লপত্র দ্বারা ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ। আটকে থাকা অর্থ হাতে আসার প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। ব্যবসায়ীদের শুভ দিন, অর্থপ্রাপ্তির দিন। বিদ্যার্থীদের বিশেষত যারা আইনি বিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজটি করে দেওয়ার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা খনিজ পদার্থ, তরল পদার্থ, জল, কেমিক্যাল এইসব দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অতীব শুভ দিন। সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ভগবান বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র নিবেদন করুন অতীব শুভ।

মীন রাশি : দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কষ্টের হাত থেকে মুক্তি। দুশ্চিন্তার অবসান হবে ।বিশেষত পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ গৃহবধূদের শুভ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাধি বা পীড়া কাল শেষ। মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো করুন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ডায়মন্ডহারবার মডেল মানে নাৎসিজিম, ফ্যাসিবাদী ও একনায়কতন্ত্র, বললেন শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ডায়মন্ডহারবার মডেল মানে নাৎসিজিম, ফ্যাসিবাদী ও একনায়কতন্ত্র। রবিবার বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার তরফে আগরপাড়া খেলার মাঠে আয়োজিত রক্তদান উৎসব ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে এসে এমনটাই বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ২০১৮ সাল থেকে ডায়মন্ডহারবারের গণতন্ত্র ধর্ষিত। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ডায়মন্ডহারবার মহকুমায় একটাও মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি বিরোধীরা। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১৩০০ বুথ দখল করে তিন লক্ষ ভোটে জিতেছে কয়লা ভাইপো। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর তপশিলি

ভুক্ত ৬ থেকে আটজন বিজেপি কর্মীকে খুন হতে হয়েছে তৃণমূলের গুন্ডাদের হাতে। শুভেন্দুর দাবি, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও ডায়মন্ডহারবারে ভোট লুট হয়েছে। এখানেই থেমে থাকেননি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। রাজ্যে শাসকদলের সর্বোচ্চ নেত্রী ও সেনাপতিকে নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, পিসি ভাইপো দু'জন মিলে সরকার চালাচ্ছে। কার্যত পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করে ভাইপো। শুভেন্দুর কটাক্ষ, ভাইপো গত দু'মাস ধরে পিসির সঙ্গে কথা বলছেন না। এমনকী কাশিয়াং-এ নাকি দু'জনে মুখোমুখিও হন নি। শুভেন্দুর সংযোজন, ভাইপো পিসিকে অবসর নিতে বলছেন। কিন্তু পিসি এখনই অবসর নিতে রাজি নন। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এদিন সাধুবাদ জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, শনিবার উক্ত বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটা নির্দেশিকা জারি করেছে। বিশ্ব বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দেশ বিরোধী স্লোগান দিলে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। এটা সকলকে অনুসরণ করা উচিত। শুভেন্দুর দাবি, নরেন্দ্র মোদিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে উঠে পড়ে লেগেছে বিরোধীরা। কিন্তু বিরোধীদের এই চেষ্টা কিছুতেই সফল হবে না। শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও এদিনের রক্তদান উৎসবে হাজির ছিলেন কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সভাপতি অরিজিৎ বক্সী, বিজেপি নেতা সজল ঘোষ, রাহুল সিনহা প্রমুখ।

চলতি সপ্তাহে প্রকাশিত হতে চলেছে এই বৎসরের মাধ্যমিক টেস্ট পেপার

দেবাশিস দে

কলকাতা: এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে বাকি আর মাত্র দেড় মাস। আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষার্থীদের হাতে টেস্ট পেপার তুলে দিতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামের দুঃস্থ ও দরিদ্র পরীক্ষার্থীরা টেস্ট পেপার হাতে পায়নি। এই নিয়ে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা খুবই উদ্বিগ্ন। অবশেষে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ঘোষণা করেছে চলতি সপ্তাহে প্রকাশ হতে চলেছে ছাত্র-ছাত্রীদের আকাঙ্খিত সেই টেস্ট পেপার।

উল্লেখ্য, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সকল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে স্কুলের মাধ্যমে এই টেস্ট পেপার বিনামূল্যে বিতরণ করে। যদিও ইতিপূর্বেই এবিটিএ সহ সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের টেস্ট পেপার প্রকাশ করে দিয়েছে বলে জানা গেছে। অপেক্ষাকৃত আর্থিক সচ্ছল পরিবারের পরীক্ষার্থীরা, সেই সমস্ত টেস্ট পেপার ক্রয় করে তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু দুঃস্থ ও দারিদ্র শ্রেণির পরিবারভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা সেই বহু মূল্য টেস্ট পেপার ক্রয় করতে না পারে খুবই অসুবিধায় মধ্যে রয়েছে। পরীক্ষার প্রস্তুতিতে তারা স্বাভাবিকভাবেই পিছিয়ে পড়ছে। এ নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কাকলি চৌধুরী বলেন, আমাদের স্কুলে এবারের মাধ্যমিকে ২০০ জনের বেশি পরীক্ষার্থী আছে। যাদের মধ্যে অধিকাংশই দুঃস্থ ও তপশিলি পরিবারভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এখনো পর্যন্ত টেস্ট পেপার প্রকাশ করতে পারিনি বলে আমরা তাদের হাতে বিনামূল্যে টেস্ট পেপার পৌঁছে দিতে পারেনি। কিন্তু আমরা স্কুলের তরফ থেকে বেসরকারি সংস্থার প্রকাশিত কয়েকটি টেস্ট পেপার সংগ্রহ করে সেই টেস্ট পেপারগুলিকে পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে তাদের জন্য আলাদাভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতির অনুশীলন শুরু করে দিয়েছি। এখন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যত তাড়াতাড়ি সেই টেস্ট পেপার প্রকাশ করবে তত তাড়াতাড়ি আমরা তা পর্ষদ অফিস থেকে সংগ্রহ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করব।' যদিও পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় সংবাদ মাধ্যমের কাছে দাবি করেন, টেস্ট পেপার প্রকাশের বিলম্বের কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকরাই। তার দাবি, 'রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকারা সুনির্দিষ্ট সময়ে তাদের প্রশ্নপত্র গুলি পর্ষদ অফিসে প্রেরণ না করায় সঠিক সময় এই টেস্ট পেপার প্রকাশ করা যায়নি।' এই প্রসঙ্গে তিনি আরো জানান, 'আমরা এই বছরের টেস্ট পেপার চলতি সপ্তাহতেই প্রকাশ করে দেওয়া হবে। প্রতিবছরের মতো এ বছরও সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা এই টেস্ট পেপার বিনামূল্যে পেয়ে যাবে।'

'পাস দেওয়া বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক কেন্দ্রীয় সরকার'

মন্তব্য করলেন বাণিজ্যিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন মন্ত্রী অরূপ রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংসদ ভবনে আক্রমণের ২২ বছর পূর্তির দিনেই ফের লোকসভা চলাকালীন হামলার ঘটনা ঘটে। আর এই হামলার দায় কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপির বলেই দাবি করলেন বাণিজ্যিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন মন্ত্রী অরূপ রায়। তিনি বলেন, যে বিজেপি সাংসদ এদেরকে সাংসদ ভবনে ঢোকার জন্য পাস দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কড়া ব্যবস্থা নিক। আমরা এই ঘটনাতে সরাসরি বিজেপিকেই দায়ী করছি। ওই সাংসদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এছাড়াও মহুয়া মৈত্র এমন কোনো কাজ করেননি যার জন্য তার সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হল। আসলে মহুয়া স্পষ্টবাদী তাই তাকে কেন্দ্রীয় সরকার ভয় পায়। সে আবার তার লোকসভা কেন্দ্র থেকে দ্বিগুণ ভোটে জয়ী হয়ে আসবে। এছাড়াও তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে সাংসদ ভবন কাণ্ডের মূল চক্রান্তকারী ললিতের ছবি প্রসঙ্গে মন্ত্রী দাবি করেন, এখন সবার হাতেই ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ফোন থাকে। কেউ যখন খুশি ছবি তুলতেই পারে, এটা বলা যায় না। যদিও সাংসদ ভবনের নিরাপত্তা আরও শক্তপোক্ত হওয়া উচিত ছিল। যে কেউ হাতে স্মোক বোম নিয়ে ঢুকে পড়ছে। আমি তো এটাও শুনেছি তাদের নিজেদের গায়ে আগুন জ্বালানোর পরিকল্পনাও ছিল। পাশাপাশি বিজেপি শিবিরের তোলা তৃণমূল মানেই চোর স্লোগানকে কটাক্ষ করে মন্ত্রী বলেন,

দেশবাসী জানে কারা চোর।

যদিও এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই মন্ত্রীর দাবি অস্বীকার করে বলেন, সংসদ ভবনের ঘটনাতে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে তৃণমূলের যোগ রয়েছে। বিজেপি সংসদের আপ্ত সহায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করে নতুন সংসদ ভবন দেখার আগ্রহ নিয়ে তারা ঢোকার পাস সংগ্রহ করে। দিল্লি পুলিশের তদন্তে প্রকৃত সত্য সকলের সামনে চলে আসবে। এই ঘটনার মূল চক্রান্তকারী ব্যক্তি তৃণমূল দলের সঙ্গে যুক্ত। এখন তৃণমূলের লোকেরা ওই ব্যক্তিদের রোজগার না থাকার কারণে হতাশাগ্রস্থ হওয়ার তত্ত্ব শুনিয়ে দোষ ঢাকার চেষ্টা করছে। আর যে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, সিবিআইয়ের তদন্তাধীন হত্যা মামলাতে অভিযুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে, এছাড়াও সমবায় দপ্তর সহ রামকৃষ্ণপুর ব্যাংক দুর্নীতির আরোপ রয়েছে, তাকে সমবায় দপ্তর থেকে সরিয়ে অন্য দপ্তরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার মুখ থেকে দুর্নীতির অভিযোগ মানায় না। রাজ্যে শাসকদলের অধিকাংশ নেতাদের বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে, সেই দল কিভাবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আঙুল তুলছে সেটাই বাংলার মানুষ বুঝে উঠতে পারছে না।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরীর হনুমান জয়ন্তীর সংঘর্ষের ঘটনাতেও বাংলার যোগ ছিল। ওই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল থেকে গ্রেপ্তার একই পরিবারের তিন ভাই। তাঁদের পরিবারকে জেরা করতে দিল্লি থেকে বিশেষ প্রতিনিধি দল আসে। ওই ঘটনায় সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় আসলাম আলি, মুক্তার আলি এবং আসকর আলি। তাঁদের পরিবারকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা রাজ্যে আসে।

সোদপুর ট্র্যাফিক মোড় থেকে ব্যারাকপুর চিড়িয়ামোড় পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার সঙ্গে উত্তর শহরতলির যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম বিটি রোডের দ্বিতীয় দফার সম্প্রসারণ ও সংস্কারের কাজ শুরু হচ্ছে। যানজট এড়াতে এবং গতি বাড়াতে আগেই ওই রাস্তার ডানলপ থেকে সোদপুর অংশের রাস্তা চওড়া করা হয়েছে। এবার সোদপুর ট্র্যাফিক মোড় থেকে ব্যারাকপুর চিড়িয়ামোড় পর্যন্ত অংশে নতুন করে রাস্তা চওড়া করতে রাজ্যের পূর্ত দপ্তর উদ্যোগী হয়েছে। প্রায় ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চলতি মাসের ২৬ ডিসেম্বর থেকে কাজ শুরু হবে বলে ওই দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। একইসঙ্গে ডানলপ থেকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় পর্যন্ত বিটি রোডের বাকি অংশেও পিচ তুলে দিয়ে নতুন করে সংস্কার করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

বিটি রোডের সম্প্রসারণ ও সংস্কার পরিকল্পনা নিয়ে সম্প্রতি পূর্ত দপ্তরের কর্তারা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে কাজের দিন ক্ষণ স্থির করার পাশাপাশি দখলদার মুক্ত করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সোদপুর ট্র্যাফিক মোড় থেকে ব্যারাকপুর চিড়িয়ামোড় পর্যন্ত বিটি রোডের দৈর্ঘ্য প্রায় সাত কিলোমিটার। যে ভাবে বিটি রোডের উপর গাড়ির চাপ বাড়ছে তাতে যানজট এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই অংশে। জানা গিয়েছে, বিটি রোডের দু'পাশের রাস্তা চার মিটার করে চওড়া করে ছয় লেনের রাস্তা করা হবে। দুই অভিমুখেই সাড়ে এগারো মিটার করে রাস্তা চওড়া হবে। শুধু তাই নয়, ডানলপ থেকে সোদপুরের ধাঁচে রাস্তার মাঝের লোহার রেলিংয়ের ডিভাইডার সরিয়ে বুলেভার্ড ডিভাইডার করা হবে। যেখানে লাগানো হবে বিভিন্ন ধরনের গাছ। নির্দিষ্ট ওই অংশে নতুন করে আলোয় রাস্তা সাজানো হবে।

মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে অনুষ্ঠিত হল সুবর্ণরৈখিক মিলন মেলা

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরে সুবর্ণরেখা নদী অববাহিকার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি 'সুবর্ণরৈখিক ভাষা ও সংস্কৃতি'কে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে অনুষ্ঠিত হল 'সুবর্ণরৈখিক মিলন মেলা ২০২৩'। 'আমারকার ভাষা আমারকার গর্ব' ফেসবুক গ্রুপের পক্ষ থেকে এদিন এই মিলন মেলার আয়োজন করা হয়। সকালে এই উপলক্ষে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পুরো গোপীবল্লভপুর পরিক্রমা করে। সুবর্ণরেখার অববাহিকা অঞ্চলের কয়েকশো মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন। পরে গোপীবল্লভপুরের বটতলা চকে ব্যোম নীলিমা সারস্বত মন্দির লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে মিলন মেলা উপলক্ষ্যে নানান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন লাইব্রেরি চত্বরে এলাকার বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মতিবাস দাসের আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। উন্মোচন করেন প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামীর পুত্র কলিঙ্গশেখর দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এদিন বিশিষ্ট লেখক গবেষক ডঃ মধুপকুমার দে, কবি ফটিকচাঁদ ঘোষ সহ সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী এলাকার কৃতি সন্তান। অনুষ্ঠান থেকে আমারকার ভাষা আমারকার গর্ব পরিবারের রূপকার বিশ্বজিৎ পাল সহ মোট চার জনকে সুবর্ণরত্ন সম্মান প্রদান করা হয়। এদিনের মিলন মেলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী পাট গোপীবল্লভপুরের মহন্ত মহারাজ কৃষ্ণ কেশবানন্দ দেব গোস্বামী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এদিন সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে বহু লেখক কবি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে সুবর্ণ সম্মান প্রদান করা হয়। প্রকাশিত হয় সুবর্ণ স্মারক পত্রিকা। সারাবিশ্বে সুবর্ণরৈখিক ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারের লক্ষ্যে আগামী দিনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

'লক্ষ্মীর ভান্ডার'-এর জন্য আবেদনকারীদের জাতি শংসাপত্র দ্রুত দেওয়ার নির্দেশ নবান্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের তপসিলি জাতিভুক্ত মহিলাদের একাংশের জাতিগত শংসাপত্র না থাকার জন্য 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পের পুরোপুরি সুবিধা দেওয়া যাচ্ছে না। তাই দ্রুত তাঁদের যাতে জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিল নবান্ন। তবে জাতি শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের কর্তাদের। শীর্ষ মহলের নির্দেশ, বর্তমান সময়ের তুলনায় আরও উচ্চ পর্যায়ে আবেদনপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে তা দিতে হবে।

রাজ্যের মহিলাদের আর্থিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা চালু করেন লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প। সেই প্রকল্পে এখন রাজ্যের ২ কোটি ৭ লক্ষ মহিলা প্রতি মাসে আর্থিক সুবিধা পান রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। এই প্রকল্পে তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতির মহিলারা প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করে পান। অনান্যরা পান মাসে ৫০০ টাকা করে। এই প্রকল্পের পিছনে এখন রাজ্য সরকারের প্রতি মাসে ১ হাজার ১৩৫ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এখন রাজ্যজুড়ে অষ্টম দুয়ারে সরকার কর্মসূচী চলছে। মনে করা হচ্ছে সেখানে আরও প্রায় ৬ লক্ষ মহিলাদের আবেদন জমা পড়বে লক্ষীর ভাণ্ডারের জন্য। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ এসেছে যে রাজ্যের বহু মহিলা বিশেষ করে তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলারা জাতিগত শংসাপত্র পাচ্ছেন না। ফলে তাঁরা লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুযোগও নিতে পাচ্ছেন না। এবার সেই কারণেই নবান্ন থেকে সরাসরি নির্দেশ গিয়েছে সরকারি আধিকারিকদের কাছে যে চলতি 'দুয়ারে সরকার' কর্মসচিতে তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলাদের জাতিগত শংসাপত্র দ্রুত প্রদান করতে হবে।

নবান্ন সূত্রের দাবি, এ রাজ্যে তপসিলি জনজাতিভুক্ত মানুষের জনসংখ্যা প্রায় ৬.৫ শতাংশ। তাঁরা ৮টি লোকসভা এবং ৩২টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফলাফলে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। সেই অর্থে লোকসভা নির্বাচনের আগে নবান্নের নির্দেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে যে সব মহিলা অভিযোগ জানিয়েছেন যে তাঁদের জাতিগত শংসাপত্র না থাকার জন্য তাঁরা লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুযোগ নিতে পারছেন না তাঁরা এখন প্রতি মাসে ওই প্রকল্পের মাধ্যমে ১ হাজার টাকার বদলে ৫০০ টাকা করে পাচ্ছেন। তাঁরা যাতে যথাযথ প্রাপ্য পান তা নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা রেল লাইনের ধার থেকে গলাকাটা অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়াল হরিশ্চন্দ্রপুরে। শ্বশুর বাড়ির লোকেরাই রাতের জলসা থেকে জামাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করে রেল লাইনের ধারে ফেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের। রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কনকনিয়া রেলগেট সংলগ্ন এলাকায়। এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম কাজিরুল ইসলাম (২৫)। শনিবার রাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি ধর্মীয় জলসায় গিয়েছিলেন ওই যুবক। এরপর তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, রাতেই ওই ধর্মীয় জলসায় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এসে কাজিরুলকে তুলে নিয়ে যান। এরপরেই বাড়ি থেকে দু' কিলোমিটার দূরে কনকনিয়া এলাকার রেললাইনের ধারে গলাকাটা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশি অভিযোগে মৃতের পরিবার অভিযোগ করেছেন, গত একমাস ধরে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন কাজিরুলের স্ত্রী। এনিয়ে ওই দম্পতির মধ্যে চরম বিবাদ চলছিল। সংসারে অশান্তির জেরে কাজিরুলের স্ত্রী শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেশ কিছুদিন আগে বাবার বাড়ি চলে যান। এরপরই এই ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, এটি খুন না আত্মহত্যা, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরেই পরিষ্কার করে বলা যাবে। তবে মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে মৃতের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রাইভেট আইটিআইয়ের ১০ বছর পূর্তি ও পুনর্মিলন উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ধুমধাম করে পালিত হল জয়রামবাটিতে প্রাইভেট আইটিআইয়ের ১০ বছর পূর্তি ও পুনর্মিলন উৎসব ধুমধাম করে মহাসমারহে পালিত হল মা সারদার নামাঙ্কিত প্রাইভেট আইটিআই কলেজের দশ বছরের পুনর্মিলন উৎসব। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে চাঁদের হাট দেখা গেল কার্যত আইটিআই চত্বরে। উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী নিত্যরূপানন্দ মহারাজ। এর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জয়রামবাটি মাতৃ মন্দিরের অন্যান্য মহারাজরা।

রবিবারের এই অনুষ্ঠান থেকে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করলেন উপস্থিত অতিথিবর্গ। বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা যেন একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ এদিন সেই প্রসঙ্গই উঠে এল এই অনুষ্ঠান থেকে। গুটিগুটি পায়ে চলতে চলতে দশ বছরে পদার্পণকারী এই আইটিআই কলেজ প্রাক্তন থেকে শুরু করে নতুনদের মধ্যে একটা উৎসাহ দেখা গেল। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তারা বেজায় খুশি।

বনভোজনের মাধ্যমে বিজেপির সাংগঠনিক কর্মসূচি খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটকে পাখির চোখ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যে আসরে নেমে পড়েছে। হুগলির আরামবাগ লোকসভাতেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি জনসংযোগ থেকে শুরু করে কর্মী সংযোগ শুরু করে দিয়েছে। রবিবার খানাকুলের নন্দনপুর এলাকায় বিজেপি বনভোজন ও কর্মী সম্মেলন করে। খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে এই সম্মেলন হয়। পাশাপাশি কর্মীদের জন্য বনভোজনে বিশেষ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে বিজেপি। উল্লেখ্য গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে খানাকুল বিধানসভায় বিজেপি ১১ টি পঞ্চায়েত ও একটি পঞ্চায়েত সমিতি দখল করে বিজেপি। তাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি যাতে খানাকুল থেকে ভালো ফল করতে পারে সেই লক্ষ্যে এই বনভোজন ও সম্মেলনের ব্যবস্থা করে। প্রত্যেক বুথ থেকে দশ জন করে সক্রিয় বিজেপি কর্মী এই সম্মেলনে যোগদান করে। যাতে এই সমস্ত সক্রিয় কর্মীরা লোকসভা ভোটে বুথে কাজ করতে পারে সেই বিষয়ে বার্তা দেয় বিজেপি নেতৃত্ব। এই বিষয়ে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, খানাকুল

বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। প্রতি বুথ থেকে পাঁচ থেকে দশ জন করে সক্রিয় বিজেপি কর্মী এই সম্মেলনে যোগদান করেন। খানকুল থেকে লোকসভা ভোটে ৫০ হাজার ভোটে লিড দেব। সবমিলিয়ে লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে এদিনের সম্মেলনে বিজেপি কর্মীদের মধ্যেই উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ ২ পৌষ ১৪৩০ সোমবার

‘যোগ্যপ্রার্থীরা চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত জাদু দেখাব না’, বার্তা পিসি সরকার জুনিয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চাকরিপ্রার্থীদের পাশে পিসি সরকার জুনিয়র। এবার তিনি সোশ্যাল মাধ্যমে বার্তা দিলেন যোগ্য প্রার্থীরা যতদিন পর্যন্ত চাকরি না পাচ্ছেন, তিনি ততদিন পর্যন্ত জাদু দেখাবেন না। জাদুসম্রাটের এই ঘোষণার পর স্বাভাবিক ভাবেই শোরগোল বঙ্গ রাজনীতিতে। এদিকে চাকরিপ্রার্থীদের পাশে জাদুসম্রাট দাঁড়াতে অনেকটাই আশ্বস্ত তাঁরাও।

আর এই ঘটনাতে এটা স্পষ্ট যে রাসমণির আর্জি পৌঁছেছে জাদুসম্রাট পিসি সরকার (জুনিয়র)-এর কাছেও। আর তারপরই এমন এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন জাদুসম্রাট। সূত্রে খবর, তিনি সম্প্রতি ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘যতদিন না পর্যন্ত ওঁরা ন্যায্যরা চাকরি পাচ্ছেন, ততদিন আমি ম্যাজিক দেখানো বন্ধ রাখব। এটাই আমার প্রতিবাদ!’

এই প্রসঙ্গে পিসি সরকার জুনিয়র এও জানান, ‘আমিও স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু, এখানে এসে ধাক্কা খেয়েছি। মহিলাদের সৌন্দর্য্যের অন্যতম বিষয় চুল। কেন এক চাকরিপ্রার্থীকে চুল কামিয়ে ফেলতে হবে?’ তাঁর সংযোজন, ‘আমি নিজের বিবেকের কাছে জবাব দিতে পারছিলাম না। ম্যাজিক রূপকথার মঞ্চ। সুখে থাকার মঞ্চ। কিন্তু, মানুষ যদি সুখেই না থাকেন, পুলিশ যদি সুরক্ষা না দেয়, সরকার যদি আশ্বাস না দেয় তা হলে তো সব অর্থহীন।’ এর আগেও একাধিকবার রাজ্য সরকারকে

আক্রমণ করতে শোনা গিয়েছিল পিসি সরকারকে। এবার তাঁর এই ঘোষণা একদিকে যখন চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনে অনেকটাই শক্তি জোগাল, তেমনই রাজ্য সরকারকে আরও একবার তীব্র আক্রমণ শানাল, তা বলাই বাহুল্য।

জাদুসম্রাটের এই সিদ্ধান্তে রাসমণি জানান, ‘প্রচুর পরিমাণ দুর্নীতি সামনে এসেছে। এখনও অনেক দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসেনি। আমরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে বঞ্চিত হয়েছি। আমাদের আন্দোলনের ১০০০ দিন পেরিয়েছে। আমরা বারবার চেয়েছি সরকার যাতে আমাদের কথা চিন্তা করে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সমাজের সমস্ত স্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম। সমাজে এখনও কিছু ভালো মানুষ রয়েছে যাঁদের জন্য শক্তি চাই, মনোবল পাই। পিসি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। মনে হচ্ছে সরকার আর প্রহসন করবে না।’

শহরে ফের অ্যাপক্যাব চালকের দৌরাত্ম্য, মহিলা যাত্রীর সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরে ফের অ্যাপ ক্যাব চালকের দৌরাত্ম্য। সঙ্গে উঠল মহিলা যাত্রীর সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ। শুধু তাই নয়, কটুক্তির সঙ্গে মারধরও করেছে নাকি ওই চালক। সূত্রের খবর, শনিবার সন্ধ্যায় শিয়ালদা থেকে একটি অ্যাপক্যাব বুক করেন মহিলা। গাড়িতে ওঠার পর থেকেই চালক পিছনের সিটে বসে থাকা মহিলা যাত্রীকে আকার ইঙ্গিতে অভব্য ইঙ্গিত দিতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, ক্যাব চালক গাড়ি নিয়ে নির্দিষ্ট রুটে ধরে গন্তব্যস্থলের দিকে না গিয়ে ঘুরপথে যেতে থাকেন বলেও অভিযোগ। গাড়িতে থাকা ওই মহিলার দাদা এই ঘটনার প্রতিবাদ করতেই শুরু হয় বচসা।

বচসা চলাকালীন গাড়ি থামিয়ে চালক আরও বেশ কিছু লোকজন ডেকে মহিলা ও তাঁর দাদার ওপরে চড়াও হন ওই অ্যাপ ক্যাব চালক। শুধু বচসাতেই ঘটনা থেমে থাকেনি, শুরু হয় মারধরও। ওই সময়েই মহিলার সোনার হার ছিনিয়ে নেওয়ারও চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ জানিয়েছেন ওই মহিলা। তবে ঝামেলার খবর পেয়ে

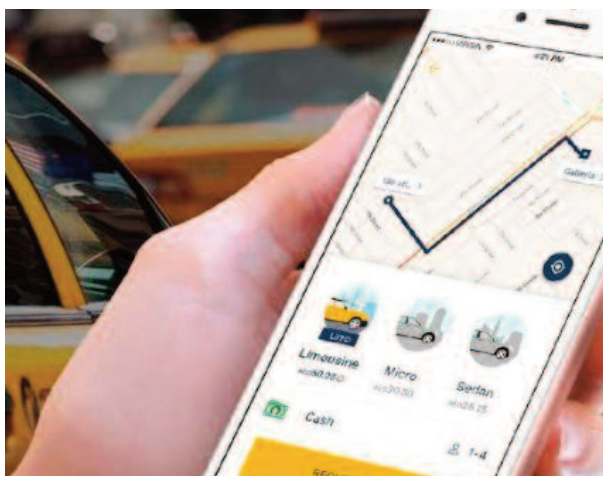

ঘটনাস্থলে আসেন কর্তব্যরত ট্র্যাফিক পুলিশ। পুলিশকে আসতে দেখেই গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় অ্যাপক্যাব চালক।

এ ঘটনায় শনিবার রাতেই ওই মহিলা আমহার্স্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। খোঁজ শুরু হয়েছে চালকের। ঘটনাস্থল ও আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গাড়ির নম্বর ধরে চালকের খোঁজ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক ভাবে দু-পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ও বচসার ছবি দেখা গিয়েছে। মহিলার তরফে অ্যাপক্যাব চালকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা কতটা যথার্থতা আছে তাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এলাকার লোকজনকেও।

কলকাতার বাজারে অগ্নিমূল্য ডিম, বাড়তে পারে কেকের দাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রোটিন সোর্স হিসেবে ধরা হয় ডিমকে। এদিকে বাজারে চড়চড়িয়ে সব জিনিসের দামের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ডিমও তাপমাত্রার পারদ নামতেই গত কয়েকদিনে ডিমের দামের গ্রাফও ঊর্ধ্বমুখী। ফলে মাছ-মাংসের দাম বাড়লেও মধ্যবিত্তের পুষ্টিকর খাবার ডিমের দাম এখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। যতদিন যাচ্ছে ততই আকাশছোঁয়া দাম বাড়ছে ডিমের। শনিবার কলকাতার সর্বত্রই প্রতি পিসে সাত টাকা ছাড়াল ডিমের দাম। এদিকে সামনেই বড়দিন। ডিমের দামের প্রভাব পড়তে পারে কেক তৈরিতেও। ফলে বাড়তে পারে কেকের দামও।

এই প্রসঙ্গে দ্য কলকাতা এগ মার্চেন্টের সাধারণ সম্পাদক কাজল দত্ত জানান, এই প্রথম সাতের গন্ডি

পেরলো ডিম। মধ্যবিত্তের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে ডিম। বিহার উত্তরপ্রদেশ দিল্লিতে ডিমের চাহিদা বেশি, এই কারণে বেড়েছে ডিমের দাম।

এই প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ‘পাইকারি বাজারে ডিমের দাম ৬টাকা ৩৮ পয়সা। এর সঙ্গে অন্যান্য খরচ যুক্ত হয়ে খুচরো বাজারে ৫টাকা ৫২পয়সায় পাইকারি ব্যবসায়ীদের ডিম কিনতে হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবহণ খরচা। প্রতিবছরই শীতে এইসব অঞ্চলে ডিমের চাহিদা বেশি থাকে। শীত চলে গেলে রাজ্যে ডিমের দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে।’

অনুগামীদের সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকার বার্তা সাংসদ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : নিজের অনুগামীদের বেশি মাত্রায় সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকার বার্তা দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের জনদরদী সাংসদ অর্জুন সিং। রবিবার ইয়ুথ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে কাঁকিনাড়া ফলাহারি বাবা মন্দিরের সন্নিকটে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, রক্তদানের সঙ্গে কোনও কিছুই তুলনা করা যায় না। রক্তের সংকট মোচনে উক্ত ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি উমেশ রায়ের উদ্যোগের প্রশংসা করেন ব্যারাকপুরের জনপ্রিয় সাংসদ। এদিন তিনি বলেন, সমাজে রক্তদানের থেকে আর বড় কাজ কিছু হতে পারে না। তবে রক্তদানের পাশাপাশি এদিন তিনি তাঁর অনুগামীদের সেবামূলক কাজে বেশিমাত্রায় নিয়োজিত থাকার পরামর্শ দিলেন। অপরদিকে ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি উমেশ রায়

বলেন, তাঁর সংস্থা সবসময় মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকে। করোনাকালে অসহায় মানুষজনকে তারা খাবার ও খাদ্যসামগ্রী প্রদান করেছিলেন। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে এবার তারা এলাকার দরিদ্র মানুষজনের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেবেন। সাংসদ ছাড়াও উক্ত রক্তদান শিবিরে এদিন হাজির ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী ও কানাই জয়সওয়াল, তৃণমূল নেতা মন্নু সাউ, টুম্পা বিশ্বাস, শর্বরী চৌধুরী, চন্দ্রিমা দে প্রমুখ।

নেশার আসরে পুলিশি হানা, মহিলা-সহ ধৃত ৯

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : পুলিশি হানা ঘিরে শনিবার রাতে তপ্ত হয়ে ওঠে নৈহাটির শিবদাসপুর থানার জগদ্দল বিধানসভার অধীনস্থ মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবাগাছি দক্ষিণপাড়া। অভিযোগ, ভবাগাছি দক্ষিণপাড়ায় নির্মীয়মাণ একটি মসজিদের কাছে ফাঁকা মাঠে এলাকার কয়েকজন যুবক নেশার আসর বসিয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওইদিন রাতে দক্ষিণপাড়ার ওই মাঠে হানা দেয় শিবদাসপুর থানার পুলিশ। নেশার আসর থেকে চার-পাঁচজন যুবককে পুলিশ আটকও করে। কিন্তু ধৃতদের থানায় নিয়ে যাবার সময় গ্রামবাসীরা ভবাগাছি দক্ষিণপাড়া মোড়ে পুলিশের গাড়ি আটকায়। নিরাপরাধ ছেলেদের ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু পুলিশ ধৃতদের ছাড়তে নারাজ থাকায় ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা পুলিশের গাড়িতে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। এমনকী ধৃতদের পুলিশের কাছ থেকে গ্রামবাসীরা ছিনিয়ে নেয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। কাজে বাধা এবং গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে পুলিশ ওইদিন গভীর রাতে শিবদাসপুর থানার পুলিশ ভবাগাছি দক্ষিণপাড়ায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে এক মহিলা-সহ মোট নয়জনকে পাকড়াও করে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দা জাকিয়া বিবির দাবি, গ্রামের ছেলেরা ওই মাঠে আগুন পোহাচ্ছিল। সেই সঙ্গে ওরা মোবাইলে গেম খেলছিল। গ্রামের ছেলেরা ওই মাঠে রাত ন'টা কিংবা দশটা পর্যন্ত থাকে। কিন্তু ওরা কেউ নেশাভান করে না। জাকিয়া বিবি জানান, পুলিশ রাতে আচমকা হানা দিয়ে মাঠ থেকে এলাকার চার-পাঁচজনকে পাকড়াও করে। ধৃতদের তালিকায় তার ছেলে, ভাইপো ও জায়ের ছেলেও ছিল। জাকিয়া বিবির দাবি, পাড়ার ভালো ছেলেদের তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হন গ্রামবাসীরা।

ডায়মন্ড হারবারকে ‘সুরক্ষিত পুলিশ জেলা’র তকমায় শাসকদলকে বিঁধলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলাকে সুরক্ষিত পুলিশ জেলা হিসেবে ঘোষণা করেছে রাজ্য পুলিশ। সেই বার্তা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই ইস্যুতেই এবার চরম কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

প্রসঙ্গত, ডায়মন্ড হারবারকে সুরক্ষিত পুলিশ জেলা ঘোষণা করতেই সেখানকার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘এরকম খবরে আমি আনন্দিত। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলাকে ২০২২ সালের জন্য ‘সেরা সুরক্ষিত জেলা’ হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে! এটি আমাদের যৌথ প্রয়াস, আমাদের সকলের প্রচেষ্টার ফল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিশাল প্রশংসা যারা এটি সম্ভব করেছেন।’

এদিকে এই ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় একের পর এক অপরাধের ঘটনা ঘটলেও কী করে এটিকে সুরক্ষিত পুলিশ জেলা হিসেবে গণ্য করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী পালটা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘কারও রাজত্বকে শীর্ষ স্থানীয় হিসেবে দেখানোর জন্য রাজ্য পুলিশের এই পদক্ষেপ দেখে

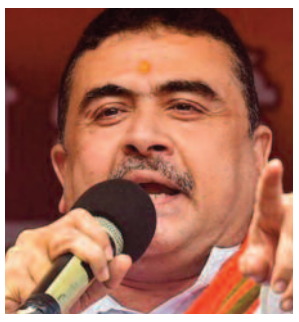

আমি বিস্মিত। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা ‘বেস্ট কেপ্ট ডিস্ট্রিক্ট’ হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।’ তিনি কটাক্ষ করে জানান, তারা আসলে পুরস্কারের নামে ছোট করেছে। এটি নামকরণ করা উচিত ছিল; ‘বিরোধিতা দমনে সেরা জেলা বা অগণতান্ত্রিকভাবে’ বা ‘বেস্ট কেপ্ট ডিস্ট্রিক্ট অফ ভোট লুট মডেল’ বা ‘বেস্ট কেপ্ট ডিস্ট্রিক্ট অফ আন ল ফুল অ্যাক্টিভিটিস।’

উল্লেখ্য, প্রতি বছরই রাজ্যের সেরা পুলিশ জেলা বা সুরক্ষিত পুলিশ জেলা বাছাই করা হয় থাকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে। ২০২২ সালের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলাকে সেরা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশের তরফ। অর্থাৎ, এই জেলায় অপরাধের প্রবণতা অনেকটা কম বলেই জানানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে এই জেলায় অনেকটাই সুরক্ষিত বলে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় রাজ্য পুলিশের তরফে।

তবে বিজেপির দাবি, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। সেই কারণে রাজ্য পুলিশের তরফে পক্ষপাতিত্ব করে এই জেলাকেই সেরা জেলা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পুলিশের তরফে পক্ষপাত মূলক আচরণ করা হচ্ছে বলেই দাবি বিজেপির। যদিও, শনিবার রাতেই এই খবর আসার পর নিজের কেন্দ্রের মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিষেক নিজেই।

ফের মেট্রোয় ভোগান্তি, দুপুরে বন্ধ থাকল নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের মেট্রোয় ভোগান্তি। রেকের সমস্যা থাকার জন্য দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়। এরপর নোয়াপাড়া স্টেশন থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো চালানো হয়। বন্ধ রাখা হয় দক্ষিণেশ্বর এবং বরানগর স্টেশনে মেট্রো চলাচল। মেট্রো রেল সূত্রের খবর, এদিন দুপুর ১টা ৫৩ মিনিটে বরানগর থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার পথে থার্ড রেলে বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা দেখা দেওয়ায় দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবায় সমস্যা দেখা দেয়। এরপরই দমদম এবং দক্ষিণেশ্বরের মাঝে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবারই নোয়াপাড়া এবং বরানগর স্টেশনের মাঝে আপ লাইনে যান্ত্রিক সমস্যার কারণে বন্ধ রাখা হয় মেট্রো পরিষেবা। দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছিলেন নিত্যযাত্রীরা। উল্লেখ্য, রবিবার অফিস যাত্রীর চাপ কম থাকলেও ছুটির দিনে অনেকেই শপিং থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য বের হন। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা প্রচুর যাত্রী ব্যবহার করে থাকেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দির যাওয়ার জন্য এই মেট্রো পরিষেবা চালু হওয়ার কারণে সুবিধা হয়েছে যাত্রীদের। তবে

রবিবার ছুটির দিন দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত এবং দর্শনার্থী সমাগম অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু রবিবার দুপুরবেলা মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েন অনেক যাত্রী। প্ল্যাটফর্মে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ঘোষণা শোনেন তাঁরা। প্ল্যাটফর্মে আর কোনও যাত্রীকে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি। তাঁদের টিকিটমূল্য ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে রবিবারের ঘটনায় মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, ‘থার্ড রেলে বিদ্যুৎ পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটেছে। দুপুর ১টা ৫২ মিনিট থেকে দমদম এবং দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। আবার দক্ষিণেশ্বর থেকে দমদম পর্যন্ত ১টা ৫৮ মিনিটে পরিষেবা বন্ধ হয়েছে।’

এদিকে বৃহস্পতিবারও বিদ্যুৎ সংযোগে গন্ডগোল হয়েছিল। একটি রেকের কানেক্টর ভেঙে বিপত্তি ঘটে। বারবার মেট্রোয় এই দুর্ভোগের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন যাত্রীরা। এর আগের সপ্তাহে মেট্রোয় আত্মহত্যার ঘটনায় ভোগান্তি শুরু হয়। রবীন্দ্র সদনে চলন্ত মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক ব্যক্তি। এই ঘটনাতেও বেশ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে মেট্রো পরিষেবা।

কেক আর নাহুমস, বড়দিনে শব্দ দুটি এখনও সমার্থক

শুভাশিস বিশ্বাস

কেক আর নাহুমস, বড়দিনে এই দুটো সমার্থক শধ কলকাতাবাসীর কাছে। নিউ মার্কেটের এই দোকানটি শহরের হেরিটেজের সঙ্গে পরতে পরতে যেন মিশে গেছে। নিউ মার্কেটের ভিতরে একটু এগোলেই দূর থেকে একটা মিষ্টি গন্ধের আবেশ। আরও খানিকটা এগিয়ে কাচ ঘেরা এক দোকান। জৌলুস বিশেষ নেই। তবে পুরনো ধাঁচটাই এর বিশেষত্ব বলা যায়। ১২১ বছরের পুরনো হলেও, আভিজাত্যে এখনও ভরপুর এটি। কালো সেগুন কাঠের আসবাব। শো-কেসের পালিশেও বেশ সাবেকি ছোঁয়া। জিঙ্ক প্যানেলের ইতালিয়ান ডেকরেটিভ সিলিং। মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে নামের প্ল্যাকার্ডটা। নাহুম অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ভেতরে ঢুকলেই নজরে পড়বে কেক, পেস্ট্রি, চিজ, কেক। তবে এই দোকানের কেকে শুধু ইতিহাস মাখানোই নয়, রয়েছে সম্প্রীতির সুবাসও। এখানে কেকের কারিগররা মুসলিম, দোকানের মালিক ইহুদি, যাঁরা খ্রিষ্টান ধর্মের সবচেয়ে বড় উৎসবকে লক্ষ্য করে বিশেষ ধরনের কেক বিক্রি করেন।

এই নাহুমসের সূত্রপাত ১৯০২ সালে। নাহুম ইজরায়েল মরদেকাই নামের এক ইহুদির হাতে গড়ে ওঠে এই বেকারি। শুরুর দিকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কেকে পেস্ট্রি বিক্রি করতেন। পরে ১৯১৬ সালে নিউ মার্কেটে শুরু করেন নিজের দোকান। আজও যে দোকান স্বমহিমায় বিরাজমান। বয়সে বৃদ্ধ হলেও এখনও ভেঙে পড়েনি নাহুমস। সেই পুরনো সময়ের মতো এখনও রমরমিয়ে চলছে। এদিকে যত দিন যাচ্ছে শহর কলকাতায় তৈরি হচ্ছে একের পর এক বেকারি। সেখানে লোকে ভিড়ও জমাচ্ছেন ঠিকই তবে তাতে বিশেষ প্রভাব পড়েনি নাহুমসের ওপর। এত কিছুর মাঝেও নিজের জায়গা ঠিক ধরে রেখেছে নাহুমস।

এদিকে বড়দিনে বাঙালি একবার হলেও পা রাখেন এই নাহুমসে। কলকাতাবাসীর কাছে যেন বড়দিনের অপর একটা নাম এই নাহুমস। কেক থেকে প্যাটিস বিস্কুট থেকে কুকিস প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ রকমের সম্ভার নিয়ে কলকাতাবাসীর মন জয় করেছে সুবিশাল এই কেকশপ। হিন্দু, মুসলিম, পার্সি কিংবা মারোয়ারি মনপসন্দ কেকের হদিস পেতে সকলেই ভিড় জমান এই কেকশপে। কলকাতার বিখ্যাত গলি হগ মার্কেটে রমরমিয়ে চলে নাহুম পরিবারের ব্যবসা। ক্রেতাদের অনেকেই জানিয়েছেন, এই শপের প্রধান আকর্ষণ চকলেট, স্ট্রবেরি কেক কিংবা রাম বল। তবে শীতের সময় প্রধানত বড়দিন এবং নতুন বছরে ক্রেতাদের চোখের মণি হয়ে ওঠে রিচ ফ্রুট কেক। তাদের রিচ ফ্রুট কেকের মধ্যেও রয়েছে স্পেশ্যালিটি। শীতে চাহিদার তুঙ্গে থাকে নাহুমস স্পেশ্যাল পুডিং। বিকেলে গরম পুডিং হাতে নিয়ে লোভ সামলানো বেশ কঠিন। এছাড়াও সবসময়ের জন্যই রয়েছে ব্রাউনি, ব্ল্যাক ফরেস্ট, ক্রুজের মতো নানা কেক ও পেস্ট্রির সম্ভার। আগের চেয়ে এখন অনেক নতুন ধরণের কেক তৈরি করছেন এঁরা। ফলে স্টক বেড়েছে। যেমন নতুন সংযোজন বিস্কুট। হাতে তৈরি এই বিস্কুট প্যাকেট এর পর প্যাকেট সেজেগুজে তৈরি হয়ে রয়েছে এই দোকানে।

কেক তৈরির এই সংস্থার তরফ থেকে এও জানানো হয়, এক শতাধী আগে যে পদ্ধতি এবং রেসিপি ব্যবহার করা হত কেক তৈরির ক্ষেত্রে আজও তার কোনও বদল ঘটেনি। এখন নাহুমসে ৫০০ গ্রাম ওজনের ফ্রুট কেকের দাম ২০০ টাকা থেকে শুরু হয়। এরপর গুণমান অনুযায়ী দাম বাড়তে থাকে কেকের। আর বড়দিন উপলক্ষ্যে তো বিশেষ কেক রয়েইছে নাহুমসের তরফ থেকে। তবে কেক তৈরির যে এই সংস্থা সাক্ষী থেকেছে বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ, স্বাধীনতা, দেশভাগ, নকশাল আন্দোলনের মতো বহু ঘটনার। এত কিছুর মাঝেও শহরবাসীর সঙ্গে বড়দিনের আনন্দ আজও ভাগ করে নিচ্ছে সে।

দমদম বিমানবন্দরে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: দমদম বিমানবন্দরে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করল রাজারহাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, নদিয়ার তেহট্টের বাসিন্দা প্রণব মজুমদার কর্মসূত্রে রাজারহাটে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তবে লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়ায় কাজ খুঁজতে থাকেন। সেই সময় তার আলাপ হয় প্রতিবেশী সঞ্জয় চক্রবর্তী ও তার ছেলের সঙ্গে। অভিযোগ, তারা দমদম বিমানবন্দরে চাকরি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় ও চার লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। এরপর এয়ারপোর্টে গেলে প্রণব জানতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। এই ঘটনা জানার পরই চলতি মাসের ৬ তারিখ রাজারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নামে রাজারহাট থানার পুলিশ। এরপরই সঞ্জয় চক্রবর্তীকে রাজারহাট থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিকে অপর অভিযুক্ত সঞ্জয় চক্রবর্তীর ছেলে ভিন রাজ্যে পলাতক। এদিকে রাজারহাট থানার পুলিশ সূত্রে খবর, এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত আছে। উল্লেখ্য, বিমানবন্দরে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার ঘটনা প্রায়ই সামনে আসে। যে ঘটনায় উদ্বিগ্ন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা।

সম্পাদকীয়

সাময়িক স্বস্তির জন্য অন্তরের সম্পদ বিসর্জন দিতে নেই

এখন আমরা নানা নিদান শুনি। যেমন, সমাজকল্যাণের সমস্ত ক্ষেত্রকে বেসরকারি হাতে তুলে দিলে কাজের জোয়ার আসবে। শিল্পস্থাপন সরকারের কাজ নয়। বিলগ্নিকরণ চাই। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বেচে দাও, উপচে পড়বে রাজকোষ। শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্পোৎপাদন, অর্থনৈতিক পরিষেবা; সব কিছু বেসরকারি ক্ষেত্রে দ্রুত বেড়ে ওঠে। কারণ, সেখানে লাভ হয় বেশি। তাই সব চাকরির উপরে 'অস্থায়ী', কি 'চুক্তিভিত্তিক' ছাপ মেরে দেওয়া চাই। কর্মীদের কোনও রকম শিকড় গজাতে দেওয়া যাবে না, যে কোনও সময় যাতে উপড়ে ফেলে দেওয়া যায়। পেনশন কিংবা অপর কোনও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার কোনও দায় সরকারের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। শুধুই পেটের প্রয়োজন মেটাতে মধ্যরাত কি আরও দেরি পর্যন্ত কাজ করছেন কর্মীরা। তার পরেও চিন্তা, এত করেও কি ঝুলন্ত খাঁড়াটা ঠেকিয়ে রাখা যাবে? রোজগারহীনতা এক বেয়াড়া সমস্যা। ভোটবাক্সের প্রয়োজনে দেওয়া হয় প্রভূত আশ্বাস, কথার ঝকঝকে মোড়কে নানা অসার প্রতিশ্রুতি। প্রয়োজন মিটলেও সব মনে থাকে না কারও। সাম্প্রতিক রাষ্ট্র কি রাজ্যের প্রধানের হাত দিয়ে নিয়োগপত্র বণ্টিত হচ্ছে। গোছা গোছা নিয়োগ। অনেকেই চাকরিতে যোগ দিতে গিয়ে ফিরে আসছেন। ঘটনাগুলি কিসের ইঙ্গিতবাহী, কে জানে। বাক্যের ম্যাজিক আর তেমন কাজ করছে না বলেই কি চিঠি ধরাতে হচ্ছে? পাশাপাশি চলছে মিছিল, অবরোধ, ধর্না। কথায় বলে, ভাড়া করা সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না। অথচ, আর্থিক দায়িত্ব নেবেন না বলে আমাদের সরকার অস্থায়ী, পার্টটাইম, ক্যাজুয়াল কর্মী দিয়ে কাজ চালাতে চাইছেন। দেশের প্রতিরক্ষাতেও গালভারী নাম দিয়ে কার্যোদ্ধারের উদ্যোগ করা হয়েছে। আজকের তরুণ-তরুণীরা হয়তো এ ভাবেই তৈরি করে নিচ্ছেন নিজেদের। কিন্তু বাংলার সোঁদা মাটির মানুষের মনোজগতে সংস্কৃতির একটা আলাদা পরিসর ছিল বরাবর। অফিসফেরতা চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে রাশিয়া-আমেরিকার সাম্প্রতিক কার্যকলাপ পর্যালোচনা, আগের রবিবারে অ্যাকাডেমিতে দেখে আসা নাটক নিয়ে বিতর্ক, বাড়ি ফিরে টিভির সামনে ছেলেমেয়ের সঙ্গে হুড়োহুড়ি; এ সব না করতে পারলে ভিতরের মানুষটা বাঁচে না। তাতে রাষ্ট্রনেতা বা ধনকুবেরদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। হয় শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, চলচিত্র এবং সর্বোপরি সুস্থ সমাজজীবনের ক্ষতি, যা থেকে অবক্ষয়ের শুরু। পেটের প্রয়োজন মেটাতেই যদি দিন কাবার হয়, হৃদয় আর মাথার তবে কী হবে? জীবন তখন পশুর পর্যায়ে নেমে আসে। এ দেশের সনাতন দর্শন কোনও দিন তা মেনে নেয়নি। ভাগ্যনিয়ন্তারা যত শীঘ্র সেটা বুঝবেন ততই মঙ্গল। আপাতলাভের জন্য অন্তরসম্পদটুকু খুইয়ে ফেললে সময় কিন্তু ক্ষমা করবে না।

শাশ্বত কথা

জীব এবং ঈশ্বর

জীবসমষ্টিকে নিয়েই ঈশ্বর : মানবদেহের প্রত্যেক কোষ (সেল) এর একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিলেও দেহ যেমন একটি অখণ্ড বস্তু, ঠিক তেমনি ঈশ্বরও একজন ব্যক্তি। সমষ্টি ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি বা অংশই জীব বা আত্মা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব জীবের অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করছে,দেহ যেমন কোষের ওপর নির্ভর করে, বিপরীত সত্য। জীব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরস্পর সাপেক্ষ,একজন যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ অন্যকেও থাকতে হবে। আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন, তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

বরখা দত্ত

১৯২০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জ্যোতির্ময় বসুর জন্মদিন।*
১৯৩২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাধারঞ্জন প্রামাণিকের জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট সাংবাদিক বরখা দত্তের জন্মদিন।*

সারদা দেবী ও তাঁর সেবাধর্ম

ডাঃ শামসুল হক

সংসারের প্রতি পিতামাতার এহেন উদাসীনতা খুব ছেলেবেলা থেকেই খেয়াল করতেন পরমহংস দেব। আর সেই কারণেই সংসারের প্রতি তাঁর ও তেমন একটা আকর্ষণ কোন সময়ই ছিল না। সারদা দেবীও এ হেন একটা অগোছালো সংসারে এসে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। কিন্তু তা হলে কি হবে, সংসারে অতিরিক্ত একজন মানুষের আগমন ঠাকুরকে একটু যেন সচেতন করেই তুলেছিল। তাই সেইসময় তাঁর মনে হয়েছিল, এবার কিছু একটা করা দরকার।তার সন্ধানেই কামারপুকুর ছেড়ে তখন তিনি চলে এসেছিলেন কলকাতায়। অনেক ঘোরাঘুরির পর অবশেষে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। সেখানকার কালী মন্দিরে নেন পূজারীর চাকরি। মাস মাইনে পাঁচ টাকা। সেইসময় ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেও সারদা দেবী কিন্তু থেকে যান কামারপুকুরেই। তখন কিছুদিন শ্বশুরবাড়ি আর কিছুদিন বাপের বাড়ি, এইভাবেই কেটে যাচ্ছিল তাঁর দিনরাত্রি । আবার কোনকিছু ভালো না লাগলে তিনি চলে আসতেন দক্ষিণেশ্বরেও।

সকলেরই মাতা ছিলেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, গিরীশ চন্দ্র ঘোষ, ব্রম্ভানন্দ , প্রেমানন্দ সকলেই তাঁকে মাতৃরূপে পুজো করতেন। বলা যেতে পারে মানুষের কাছে তিনি পরিচিতা ছিলেন সর্বংসহা মাতৃ রূপেই।

তিনি জননী , তিনি তনয়া। রূপভেদে তিনিই আবার হলেন বাঙালি গৃহের আদর্শ এক গৃহবধূও। তিনি ধাত্রী, ধরিত্রী আবার জগদ্ধাত্রীও। যুগের প্রবাহে এই পৃথিবীতে তাঁর আগমন ঘটেছিল মানুষের কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যেই। আর তাঁর সেই মহৎ উদ্যোগের ফলশ্রুতি হিসেবে সকলেরই সুখ , সমৃদ্ধি এবং স্বাচ্ছ্যন্দের সৌরভ চর্তুদিকে বিচ্ছুরিত হয়েছিল একেবারে সুনিপুনভাবেই।

তিনি সারদা দেবী। ১৮৫৪ সালের ২২ শে ডিসেম্বর জন্ম তাঁর। হুগলি জেলার জয়রামবাটি গ্রামের এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা তিনি। খুব অল্প বয়সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ঘরণী হয়ে কামারপুকুরের ঠাকুর বাড়িতে পদার্পণ ঘটে তাঁর। সেইসময় ঠাকুরের বয়স ছিল চব্বিশ বছর। আর তাঁর মাত্র ছয়।

খুব অল্প বয়সেই পিতৃগৃহ থেকে তাঁর আগমন ঘটেছিল শ্বশুরালয়ে। কিন্তু খুব বেশি দিন তাঁকে থাকতে হয়নি সেখানে। কামারপুকুরে কিছুদিন কাটাবার পর বধূ সারদা দেবী ফিরে যান বাপের বাড়ীতে। সেখানে টানা এক বছর কাটানোর পর ঠাকুর তাঁকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসেন নিজের বাড়িতে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সংসার কোন সময় ই তেমন স্বচ্ছল ছিল না। তাঁর বাবা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মা চন্দ্রমণী দেবীও ছিলেন পুরোপুরি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। তাই সংসার ধর্মের প্রতি কোন সময় ই তেমন একটা টান তাঁদের ছিল না। আর তার প্রয়োজনীয়তাও কখনও অনুভব করেননি তাঁরা। কোন রকমে দিন কেটে যাক এই ছিল তাঁদের একমাত্র ধ্যানধারণা।

সংসারের প্রতি পিতামাতার এহেন উদাসীনতা খুব ছেলেবেলা থেকেই খেয়াল করতেন পরমহংস দেব। আর সেই কারণেই সংসারের প্রতি তাঁর ও তেমন একটা আকর্ষণ কোন সময়ই ছিল না। সারদা দেবীও এ হেন একটা অগোছালো সংসারে এসে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। কিন্তু তা হলে কি হবে, সংসারে অতিরিক্ত একজন মানুষের আগমন ঠাকুরকে একটু যেন সচেতন করেই তুলেছিল। তাই সেইসময় তাঁর মনে হয়েছিল, এবার কিছু একটা করা দরকার।তার সন্ধানেই কামারপুকুর ছেড়ে তখন তিনি চলে এসেছিলেন কলকাতায়। অনেক ঘোরাঘুরির পর অবশেষে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। সেখানকার কালী মন্দিরে নেন পূজারীর চাকরি। মাস মাইনে পাঁচ টাকা। সেইসময় ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেও সারদা দেবী কিন্তু থেকে যান কামারপুকুরেই। তখন কিছুদিন শ্বশুরবাড়ি আর কিছুদিন বাপের বাড়ি , এইভাবেই কেটে যাচ্ছিল তাঁর দিনরাত্রি । আবার কোনকিছু ভালো না লাগলে তিনি চলে আসতেন দক্ষিণেশ্বরেও।

মন্দির প্রাঙ্গণে এসে তিনি ঠাকুরকে তাঁর নিজস্ব পথে অথবা আধ্যাত্মজীবনে সহায়তাও করতেন একেবারে পাশে পাশে থেকেই। সেইসঙ্গে আবার লোক কল্যাণের দায় দায়িত্ব ও তিনি সামলেছেন একেবারে নিপূণ ভাবেই। তাই দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের যাবতীয় কাজকর্মে বা উত্থানে সারদা দেবীর ভূমিকাও যে ছিল বিশাল তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ছিলেন সারদা মায়ের অন্ধ ভক্ত। ১৮৯৬ সালে আমেরিকা থেকে ভগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যখন দেশে ফিরেছিলেন তখন প্রথমেই তিনি দেখা করেন য়সারদা মায়ের সঙ্গে। সেইসময় নিবেদিতাকে তিনি সমর্পণ করেছিলেন মায়ের কাছেই।

সারদা দেবী নিজ মহিমার গুণেই রামকৃষ্ণ সংঘ নামক আধ্যাত্মিক এক প্রতিষ্ঠানকে পরিচালিত করতেন অত্যন্ত সুন্দরভাবেই। ১৮৯৯ সালে গঙ্গার পশ্চিমপ্রান্তে বেলুড়ের কাছে অতি মনোরম এক পরিবেশে স্বামীজি যে মঠটি নির্মিত করেছিলেন তার দায়িত্ব ও সারদা দেবী সামলেছেন বেশ সুন্দর ভাবেই।

সারদা মায়ের এই ধরণের কার্যকলাপ দেখে অনেকেই ভেবে নিয়েছিলেন যে, আধ্যাত্মিক কোন ক্ষমতা না থাকলে কার ও পক্ষেই এই ধরণের অসাধ্য সাধন সম্ভব নয়।

শুধুমাত্র ধর্ম সাধনাই নয়, সেইসময় নানান সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও নিজেকে জড়িত রাখার চেষ্টা করতেন সারদা দেবী। ভারতবর্ষে যখন প্লেগ রোগ একেবারে মহামারীর আকার নিয়েই হাজির হয়েছিল তখন নিবেদিতার সঙ্গে তিনিও নেমে পড়েছিলেন সেবাকর্মেরই উদ্দেশ্যে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব সঠিকভাবেই চিনেছিলেন সারদা দেবীকে। তাঁর অন্তরের নির্ভেজাল নির্যাসকে ঠাকুর ঠিক ঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সারদা মাতাকে তিনি মানবী থেকে দেবীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। ১৮৮৬ সালে ঠাকুর ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হলে স্বামী বিবেকানন্দকে একান্তে ডেকে তাঁর সব কাজকর্ম বুঝে নিতে বলেন। সারদা দেবীকেও কেমনভাবে দেখতে হবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সেটাও।

১৯২০ সালে সকলের মায়া কাটিয়ে পরলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন তিনি। সেদিন শুধুমাত্র বাংলাই নয়, শোকে মূহ্যমান হয়ে উঠেছিলেন সমগ্র ভারতেরই মানুষজন। ২২ শে ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন। অতএব সেই দিনটার কথা মনে রেখেই আমরা যেন তাঁকে সম্মান জানাতে পারি এবং তাঁর জন্মদিনটাও করতে পারি অত্যন্ত শ্রদ্ধারই সঙ্গে ।

চাকবাক

ইজরায়েল প্রীতিতে ইউক্রেনকে ভুলে গেলে চলবে না

সম্পাদক সমীপেষু,

স্মৃতি দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে এবং সামাজিক সংবাদ মাধ্যমের প্রচারের দৌলতে ভয়ংকরতম যুদ্ধকেও মানুষ ভুলতে থাকে। ঠিক এই অবস্থা হয়েছে রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২২ মাস ধরে যুদ্ধ প্রতিহতকারী তৎপর রাষ্ট্রনেতা জেলেনস্কির দেশ ইউক্রেনের। এই সময়ে মারা গেছেন ১০,০০০ ইউক্রেনবাসী, প্রায় ৬০০ শিশু মারা গেছে। এই যুদ্ধে ইউক্রেনের পিছনে দায়বদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়েছে ন্যাটো এবং আমেরিকা, বিগত ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ে যার হাতে সৃষ্ট এই ন্যাটো সংস্থা। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার কারণে বিখ্যাত 'গ্যালাপ সমীক্ষা' অনুযায়ী ইউক্রেনের ৬০ শতাংশ মানুষ বর্তমানে যুদ্ধ চান, যা গত বছরে ছিল ৭০ শতাংশ। কিন্তু, এই সমীক্ষাই বলছে দেশের মানুষের আস্থা দেশের সরকার এবং সামরিক বাহিনীর প্রতি প্রায় অটুট আছে। রাশিয়ার তরফে কোন তাড়াহুড়ো নেই। কৌশলগত ভাবে সে ইউক্রেনের পরিকাঠামো প্রায় শেষ করে দিয়েছে। দেশের জলসীমা ঘিরে রেখেছে। ফলে দৈনন্দিন নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের অভাব এবং শিক্ষা পরিকাঠামো ভগ্ন দশা সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে অচল করে দিয়েছে। দেশান্তরিত হয়েছে ষাট লক্ষেরও বেশি মানুষ। আর দেশের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে ৮০ লক্ষেরও বেশি মানুষ। এই বছর গ্রীষ্মে অস্ত্র সরবরাহ অপ্রতুল হওয়ায় যুদ্ধে ইউক্রেনের অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। এগিয়ে আসছে শীত আর আমেরিকাতে রিপাবলিকান দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে কংগ্রেসে অস্ত্র সরবরাহের পরিমাণ নিয়ে বাইডেন সমস্যায় পড়েছেন। গত ২৫ অক্টোবর হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভে দলের নতুন নেতা হয়েছেন ধর্মীয় রক্ষণপন্থী মাইক জনসন। তিনি যে বিল পাশ করিয়ে নিয়েছেন তাতে ইজরায়েলের জন্য ১৪.৫০ বিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রস্তাব আছে যেখানে ইউক্রেনের জন্য কোন অর্থের সংস্থান রাখা হয়নি। সেই বিল সেনেটে আটকে দিয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেমোক্রাট দল। অন্য দিকে বাইডেন অক্টোবর মাসে কংগ্রেসে যে বিল এনেছিলেন তাতে ইউক্রেন এবং ইজরায়েলের জন্য অর্থ সংস্থান ছিল যথাক্রমে ৬১.৪ এবং ১৪.৩ বিলিয়ন ডলার। উভয় প্রস্তাবেই দেখা যাচ্ছে ইজরায়েলের প্রতি পক্ষপাত দুই দলের তরফে সমান। এখানে কাজ করছে দীর্ঘদিন ধরে চলা ইউক্রেন যুদ্ধের প্রতি আমেরিকানদের ক্লান্তিপূর্ণ মনোভাব এবং ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সম্ভাব্য রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইউক্রেন বিরোধী মনোভাব। ২ নভেম্বর প্রকাশিত 'গ্যালাপ' সমীক্ষা অনুযায়ী ৪১ শতাংশ আমেরিকান মানুষ বিশ্বাস করেন যে তাঁদের দেশ ইউক্রেনের প্রতি অনেক বেশি সাহায্য করছে, যা এর আগে ছিল ২৯ শতাংশ। নিশ্চিতভাবে আমেরিকান জনমত ঘুরে গেছে ইজরায়েল যুদ্ধের দিকে, যার স্মৃতি এখনো সতেজ এবং উজ্জ্বলভাবে বিরাজিত।

রিপাবলিক্যান দলের নীতির পিছনে আছে এক বিরাট খ্রীষ্ট-ধর্মীয় কারণ। মৌলবাদী খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস যে আধুনিক ইজরায়েল রাষ্ট্র হলো বাইবেলে বর্ণিত ইজরায়েলের প্রতিরূপ এবং তাই ঈশ্বরের অনুগৃহীত।

অনেকেই জেনে বিস্মিত হবেন যে যেখানে ২২ মাসের ইউক্রেন যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ১০,০০০ সেখানে দুই মাসের ইজরায়েল যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ১৭,০০০ ছাড়িয়ে গেছে। পুতিন বলছেন ন্যাটোর প্রভাবে রাশিয়ার অস্তিত্বের সংকটের কথা, আর ইজরায়েল এবং তার সমর্থক আমেরিকা বলছে ৭ অক্টোবরে ঘটা হামাসের হামলায় ইজরায়েলের অস্তিত্ব সংকটের কথা। নিহত মানুষগুলোর অস্তিত্বের কথা, মূল্যবান জীবনহানির কথা, হাজার হাজার শিশু অনাথ হওয়ার কথা কে বলবে বা ভাববে? একমাত্র ডেমোক্রাট প্রতিনিধির মুখে 'নদী থেকে সমুদ্র' উচ্চারিত হতেই সারা বিশ্বব্যাপী মিছিল শুরু হয়ে গেলো হলোকষ্টের পরে ইজরায়েলের আবার নতুন করে ধ্বংসের বিরুদ্ধে আন্দোলন। কিন্তু, কিছু দিনের মধ্যেই তা ছাপিয়ে শুরু হয় বিশ্বব্যাপী প্যালেস্তাইনের সমর্থনে আন্দোলন। আর ফলশ্রুতি স্বরূপ ঘটলো নাম-কে-ওয়াস্তে ঘোষিত চারদিন থেকে সাতদিনের যুদ্ধবিরতি, যার নামই দেওয়া হয়েছিল 'দ্বাখন্ডস্ত্র', 'ceasefire' নয়।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ঘোষণা করেছিলেন উত্তর গাজার মানুষকে গাজার দক্ষিণে চলে যেতে যাতে মানুষের জীবনহানি কম ঘটিয়ে হামাসের চিহ্ন মুছে ফেলা যায়। তাই কী আমরা দেখতে পেলাম? হামাস এখনও বিদ্যমান আছে, উপরন্তু দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন এবং সম্পদের হানি। ঘোষিত নীতি না মেনে দক্ষিণ গাজাতেও নির্বিচারে আক্রমণ চলছে। সারা বিশ্বে আমেরিকা ইজরায়েলের পক্ষে আর ইরান, কাতার, ইয়েমেনে অবস্থিত হাউথি এবং লেবাননে অবস্থিত হেজবোল্লা সংগঠন হামাসের পক্ষে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানানো ছাড়া বাকি বিশ্ব দর্শকের ভূমিকায় আছে। এক নির্ণায়ক শক্তি চিন, ইউক্রেন এবং ইজরায়েল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কোন সক্রিয়তা দেখায়নি যাতে শান্তি ফিরে আসে। কট্টর দক্ষিণপন্থী শি জিনপিং-এর কাছে তা আশাও করা যায় না। তাঁর নজর তাইওয়ান এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারে। চলমান দুই যুদ্ধে আমেরিকা দুর্বল হয়ে পড়লেই চিনের পোয়াবারো। আফগানিস্তানের যুদ্ধের শেষে দেখা গিয়েছিল যে চিন জিডিপি বাড়িয়ে ২০২০ সালে ১৪.৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল। আমেরিকার জিডিপি ২০২০ সালে ছিল ২০.৯৩ ট্রিলিয়ন ডলার, চিনের থেকে মাত্র ৬.২ ট্রিলিয়ন ডলার এগিয়ে। এই পার্থক্য কমিয়ে আনাই চিনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমেরিকার রাজনৈতিক দলের মধ্যে, কংগ্রেসের দুই হাউসের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাত এবং আসন্ন রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের প্রভাব যাই হোক, বর্তমানে বাইডেন এবং ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা সমান হোক, আমেরিকাকে ভাবতে হবে যে ইজরায়েল প্রীতি যেন ইউক্রেনের স্মৃতি মুছে না ফেলে। কারণ, রাশিয়া ইউক্রেন দখল করলে তার আগ্রাসী মনোভাব ন্যাটোকে আরও শঙ্কিত করবে। রাশিয়ার পিছনে এই প্রয়াসে প্রচ্ছন্ন সমর্থন আছে চিনের। দুই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির তুলনামূলক সমীক্ষাও অবশ্যই বিচার্য। সম্প্রতি আমেরিকার আর্থিক সাহায্যের অবনতির কারণে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি আমেরিকার ডেমোক্রাট প্রতিনিধিদের সাথে টেলি-কনফারেন্স স্থগিত করেছেন বীতশ্রদ্ধ হয়ে। এক মাত্র সুখবর জার্মানি সম্প্রতি ইউক্রেনের প্রতি দেশের আগামী বছরের সাহায্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করে ৮ বিলিয়ন ইউরো করেছে। কিন্তু, তা আমেরিকার সাহায্যের পরিমাণের তুলনায় নগণ্য।

এখন দেখা যাক ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ কি? প্যালেস্তাইন এবং ইউক্রেন একসঙ্গে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে যায় কি না?

পঙ্কজ কুমার চট্টোপাধ্যায়
থানা রোড
লিচুগাগান, খড়দহ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ধূপগুড়িতে গণধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবাদ

আসানসোলে বিজেপির মহিলা মোর্চার মিছিল, অবরোধ-ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ধূপগুড়িতে আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগের প্রতিবাদে সরব হল ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চার আসানসোল সাংগঠনিক জেলা। এই ঘটনার প্রতিবাদে আসানসোল শহরের জিটি রোডে বিজেপির মহিলা মোর্চার তরফে একটি মিছিল করা হয়। জিটি রোডের বাজার পার্টি অফিস থেকে মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী রেখা ভট্টাচার্য, বিজেপির জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, জেলা নেতা অভিজিৎ রায়ের নেতৃত্বে এই মিছিল বেরয়। মিছিল আসানসোল পুরনিগমের সামনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে জিটি রোড অবরোধ করে অবস্থান

বিক্ষোভে বসেন বিজেপি নেতা ও মহিলা মোর্চার নেত্রী সহ কর্মীরা।

পরে সেই আন্দোলনে সামিল হয়ে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক তথা আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল দাবি করেন, একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বাংলার মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ তিনি। ধূপগুড়িতে এক আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণ করা হল। সেই ঘটনার পরে ২৪ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও, কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের মুখ্যমন্ত্রী দু'দিন আগেই ওই এলাকায় সভা করে এসেছেন। বিজেপি বিধায়কের কটাক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী ভেবেছেন ৫০০ টাকা করে দিয়ে তিনি মহিলাদেরকে কিনে নিয়েছেন। সেটা তিনি ভুল ভাবছেন। বাংলার মহিলারা মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝতে পেরে গিয়েছেন। তাঁরা এবার জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

অগ্নিমিত্রা এদিন পুলিশ প্রশাসনকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, আইন মেনে কাজ করুন। কারও কথায় কোনও কাজ করবেন না। তিনি জানান, বিজেপি চায় না যে আন্দোলনের জন্য সাধারণ মানুষের সমস্যা হোক। কিন্তু ঘটনার প্রতিবাদ না করলেই নয়। এদিনের বিজেপির আন্দোলনের জন্য আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশের তরফে কড়া বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

বর্ধমান স্টেশনে ট্যাঙ্ক ভাঙার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে ৫৪ হাজার গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল চার। শনিবার পর্যন্ত বর্ধমান স্টেশনে ঘটা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন তিনজন। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম অনেকেই এখনও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। রবিবার সকালে তাঁদের মধ্যে সুধীর সূত্রধর নামের ৬৯ বছর বয়সি এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। মৃতদেহ এদিন ময়নাতদন্ত হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

জানা গিয়েছে, সুধীরবাবুর বাড়ি মেমারির কলেজ পাড়া এলাকায়। দুর্ঘটনার পর তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন। রবিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, বর্ধমান স্টেশনে ঘটনার দিন কাজের সূত্রে এসেছিলেন। বাড়ি ফেরার সময় বর্ধমান স্টেশনে ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে জল ট্যাঙ্কের নীচে বসেছিলেন ট্রেন ধরার জন্য। তখনই ভেঙে পরে জলের ট্যাঙ্কটি। গত তিনদিন ধরে ভর্তি ছিলেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ফলে রেলের ট্যাঙ্ক বিপর্যয়ের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল চার। বাকিদের মধ্যে কেউ কেউ চিকিৎসার পরে বাড়ি ফিরে গেলেও এখনও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন অনেকেই। ইতিমধ্যে আহতদের সঙ্গে দেখা করেছেন রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী সহ রাজ্যপালও।

উল্লেখ্য, বুধবার দুপুরে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনের ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ওপরে থাকা ৫৩ হাজার ৮০০ গ্যালন জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিশাল জলাধার

ভেঙে পরে প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের বসার টিনের ছাউনির ওপর। সেই ছাউনি সহ লোহার পিলার ভেঙে ৩ জনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন ২৮ জন। স্থানীয় ও রেল পুলিশের কর্মীরা উদ্ধার করে সকলকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। ঘটনাটি ঘটে দুপুর ১২টা নাগাদ। ঘটনার সময় বহু যাত্রী ট্রেন ধরার জন্য প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন।

আচমকাই ওই জলাধারটি প্ল্যাটফর্মের শেডের ওপর ভেঙে পড়ে। দুমড়ে মুচড়ে যায় শেডের লোহার পাতি। ভারী লোহার জল ট্যাঙ্কের ভগ্ন অংশ রেল লাইনের ওপর দু'নম্বর লাইনের ওপর আছড়ে পড়ে। তার ধাক্কায় লাইনের ওপর থাকা বড় বড় পাথর ছিটকে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলে আসে। এই ঘটনায় গোটা স্টেশনজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেন। খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন আরপিএফ, জিআরপি, বর্ধমান থানার পুলিশ, রেলের আধিকারিক সহ রেলের ইঞ্জিনিয়াররা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন জেলা পুলিশ সুপার ও জেল শাসক সহ উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সমস্ত জিনিস সরানোর কাজ শুরু করেন রেল আধিকারিকরা। ঘটনার পর এক ও দু'নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ন বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে সন্ধ্যা নাগাদ ওই দু'টি লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ও রেলের গাফিলতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন একাধিক যাত্রী।

আড়গোয়াল অঞ্চলে পালিত হল 'কালা দিবস'

নিজস্ব প্রতিবেদন, পটাশপুর: গত ২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর ভাঙচুর করা হয় আড়গোয়াল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়। তৃণমূল কার্যালয়ে আগুন

লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এলাকায় বোমাবাজি, তৃণমূলের কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর-সহ একাধিক অভিযোগ ওঠে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। কার্যত সেদিন অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে আড়গোয়াল অঞ্চল। তারপর থেকে প্রত্যেক বছর ১৭ ডিসেম্বর দিনটি 'কালা দিবস' হিসাবে পালন করে আসছে আড়গোয়াল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ২ নম্বর ব্লকের আড়গোয়াল অঞ্চলের সিঞ্চারী বাজারে ১৭ ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে সেই 'কালা দিবস' পালন করল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। কালা দিবস উপলক্ষ্যে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তন্ময় ঘোষ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক, কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি পীযূষকান্তি পন্ডা, পটাশপুর দু'নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দুর্গাপদ পাহাড়ি, তৃণমূল নেতা অপরেশ সাঁতরা সহ তৃণমূল নেতৃত্বরা। শতাধিক কর্মী সমর্থকদের সামনে কালা দিবসের প্রেক্ষাপট সহ লোকসভা ভোটকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। এছাড়াও এদিন তৃণমূল নেতা অপরেশ সাঁতরার হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন অশোক মাইতি ও দীপক মাইতি। দলীয় পতাকা হাতে ধরিয়ে তৃণমূলে যোগদান করান তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তন্ময় ঘোষ।

চারচাকার ধাক্কায় মৃত বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি চারচাকা মুহূর্তেই বাইকের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক চালকের। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হুগলিতে। মৃতের নাম অশোক কর্মকার।

জানা গিয়েছে, পাণ্ডুয়ার খন্যানের জিটি রোড দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটছিল চারচাকাটি। গন্তব্য ছিল শ্রীরামপুর থেকে পাণ্ডুয়া। ওই রাস্তাতেই সেই সময় বোসো এলাকায় বিপরীত দিক থেকে মগড়ার দিকে যাচ্ছিল একটি বাইক। বাইকে ছিলেন চালক অশোক কর্মকার। পিছনে বসেছিলেন তাঁর ১৩ বছরের ছেলে সুমিত কর্মকার। রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে যখন চারচাকাটি যাচ্ছিল, তখনই একই পথে রাস্তার ডানদিকে ছিলেন তাঁরা। রাস্তাতেই আচমকা তাঁদের বাইকের পিছনে চারচাকাটি সজোরে ধাক্কা মারতেই বাইক থেকে ছিটকে পড়েন অশোক-সুমিত।

কার্যত উড়ে দূরে ছিটকে পড়ে বাইকটিও। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অশোকের। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় সুমিতকে। এলাকার বাসিন্দারাই দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে পাণ্ডুয়া হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতাল, সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতায় পাঠানো হয়। খবর যায় পরিবারে। চারচাকাটির চালক রঞ্জিত বর্মনকেও ভর্তি করা হয় পাণ্ডুয়া হাসপাতালে।

তাঁর দাবি, তিনি সুগারের রোগী। চলন্ত গাড়িতে আচমকা তাঁর সুগার ফল করতেই মাথা ঘুরে যায়। তখন আর ঠিক বুঝতে পারেননি কী থেকে কী হয়ে যায়। পুলিশ অশোকের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। আটক করা হয়েছে ঘাতক গাড়িটিকে।

শান্তিনিকেতন সৃজনী শিল্প গ্রামে কলাক্রান্তি পূর্বাঞ্চলীয় লোক মহোৎসবের শেষ দিনে আন্তর্জাতিক বাউল শিল্পী পার্বতী দাস বাউল।

বাউল গান বাঁচানোর উদ্যোগ গ্রামীণ যুবাদের

মনোজ চক্রবর্তী ● বাগনান

ওঁদের জন্ম মাটি মাখা আবহে। ওঁদের বেড়ে ওঠাও মাটির সঙ্গে। ওঁদের শৈশব থেকে কৈশোর এবং যৌবন- সবকিছুই মাটিমাখা। ওঁদের কারও বাড়ি হাওড়ার প্রত্যন্ত এলাকা দ্বীপাঞ্চল বলে পরিচিত ঘোড়াবেড়িয়া-চিৎনান গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটগাছা গ্রামে, কারও বাড়ি আবার আজানগাছিতে। কেউ বাগনানের হিজলকের, আবার কেউ পার বাকসি এলাকার বাসিন্দা। স্বাভাবিক ভাবেই মাটি- নদী-স্নিগ্ধ বাতাস- উদাসী মন ওদের মজ্জাগত।

ওঁদের মধ্যে কেউ শিক্ষক, কেউ মুদির দোকানদার, আবার কেউ ক্ষৌরকার, কেউ আবার কেবিল টেকনিশিয়ান। বয়সে সবাই যুবক। ছেলেবেলা থেকে মনের মধ্যে পুষে রাখা গানবাজনা এখন ওঁদের মনের খোরাক জুগিয়ে চলেছে। নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছে মানবজমিন বলে একটি ব্যান্ড। প্রথাগত গানবাজনা নয়। রীতিমতো সমসাময়িক উদ্যাম গানবাজনার প্রবাহকের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ওঁরা মেতে উঠেছেন হারিয়ে যেতে বসা বাউল সংগীতে।

এই টিমের প্রধান গায়ক সমীর পাল বলেন, 'ছেলেবেলায় পারিবারিক মাটির কাজ করতে করতে বাউল গান শুনতাম। পরে বড় হয়ে নেশাটা পেয়ে বসে। মানকুরের বাড়িতে এসে দুই ভাইয়ে গানবাজনা শুরু করি। বছর কয়েক আগে জয়দেবের মেলায় পরিচয় হয় তারকদাস বাউলের সঙ্গে। মনে গেঁথে যায় বাউল আর নচিকেতার 'আমি ভবঘুরেই হব...'এই গানটি। ভাবতে ভাবতে পেয়ে গেলাম সহযোগিদের। এখন বাউল গান বাঁচানোর লড়াই চলছে।'

উল্লেখ্য, বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি বাউল গান বাঁচানোর গ্রামীণ এই যুবকদের এই লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন লোক সংগীত প্রেমীরা। আর ছেলের এই পাগলামিতে গর্বিত বলে জানিয়েছেন মা স্নিগ্ধা দেবী। উচ্ছ্বসিত কলকাতা টিউনসও।

বারাসাত গ্রন্থমেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: নতুন উদ্যমে শুরু হতে চলেছে ৩৫ তম উত্তর ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থমেলা। তার প্রস্তুতি তুঙ্গে। রবিবার বিকেলে গ্রন্থমেলা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন বারাসাতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, পুরপিতা অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, চম্পক দাস, ডাঃ বিবর্তন সাহা, অরুণ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। আগামী ২৩ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বারাসাত পিসিএস রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে মাঠে ১০৫ টি পাবলিশার্স নিয়ে এই গ্রন্থমেলা হবে। বারাসাত পুরসভার ব্যবস্থাপনায় জেলা জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের উদ্যোগে এই মেলা হবে বলে জানান পুরপ্রধান। প্রতিদিন স্থানীয় বিদ্যালয়, স্থানীয় শিল্পীদের উৎসাহিত করতে তাদের দিয়েই থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পাশাপাশি প্রথিতযশা শিল্পীদের দিয়েও প্রতিদিন থাকবে সংগীত অনুষ্ঠান। গতবারের তুলনায় এবার গ্রন্থমেলা আরও উৎকৃষ্ট মানে পৌঁছবে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের।

কাপড়ে নকশা করে স্বাবলম্বী হতে শেখাচ্ছেন পাখি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সূচ ও সুতো দিয়ে কাপড়ে নানান নকশার কাজ করে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখাচ্ছেন পুরাতন মালদার পাবনাপাড়া এলাকার বাসিন্দা পাখি হালদার। ইতিমধ্যে রাজ্য ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্প দপ্তরের আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে ওই মহিলা শিল্পী পাখি হালদারের হাতের কাজ পুরস্কৃত হয়েছে। আর রাজ্যস্তরেও মালদার ওই মহিলার হাতের সূচ ও সুতোর কাজ সুনাম অর্জন করেছে। এখন পাখি হালদারের লক্ষ্য জাতীয় স্তরে এই ধরনের হস্তশিল্পকে মানুষের কাছে তুলে ধরা। তাঁর কাজের জন্য দিল্লিতেও ইতিমধ্যে ডাক পড়েছে। বাড়িতে বসে বিভিন্ন ধরনের কাঁথাস্টিজের দমে নকশার কাজ ওড়না থেকে চাদরে তুলে ধরে যে আয়ের উৎস হতে পারে, সে ব্যাপারেও পথ দেখাচ্ছেন পাখি হালদার।

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাবনাপাড়ার বাসিন্দা পাখি হালদার। বাবা নারায়ণ হালদার মারা গিয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে। এই মুহূর্তে বৃদ্ধা মা আর ছোট ভাই দীপঙ্করকে নিয়ে সংসার বছর পঁয়ত্রিশের পাখির। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরতে শহরের একটি বিউটি পার্লারে কাজ শুরু করেন পাখি। কাজের পাশাপাশি বিউটিশিয়ানের ট্রেনিং নেওয়ার সময় সূচিশিল্প শেখার আগ্রহ জন্মায় তাঁর। শুরু হয় তাঁর প্রশিক্ষণ। একসময় জেলা শিল্পকেন্দ্রে তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়। গত ৮ নভেম্বর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মালদা জেলা শিল্পকেন্দ্রে হস্তশিল্পের প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পাখির সূচে সেজে ওঠা একটি ওড়না প্রথম স্থান অধিকার করে। এরপর গত ২১ নভেম্বর কলকাতার ইকো পার্কে অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরের হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায়ও তাঁর তৈরি ওড়না প্রথম স্থান অধিকার করে। এবার তিনি জাতীয়স্তরে সুযোগ পেয়েছেন। দিল্লিতে প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তাই এখন থেকে শুরু হয়েছে পাখির আগামী প্রতিযোগিতায় নামার কাজ। পাখি হালদার বলেন, 'সূচ-সুতোর মাধ্যমে বিভিন্ন কাঁথা স্টিচের নকশার কাজ করেও যে আয় করা যায়, সেটা হয়তো অনেকেই জানে না। ঘরে বসে এই কাজ করেও স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব। আমার এখন লক্ষ্য জাতীয়স্তরে কাঁথাস্টিজে নকশা তৈরি করে সাফল্য পাওয়া। পাশাপাশি এই ধরনের ঘরোয়া কাজ যাতে আশপাশের আমার মতো মহিলাদের শেখাতে পারি, সেই উদ্যোগ আমি নিয়েছি।'

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং- ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮/৮৩৯
ওয়েবসাইট- www.idbibank.in CIN:-L65190MH2004GOI148838

সংযোজনী- ৪, [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড** -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ- ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ক) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩)) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	**সদাই চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা) এবং শঙ্করী চক্রবর্তী (সহ-ঋণগ্রহীতা)**	১) ০২.০৯.২০২৩ ২) ১৫.১২.২০২৩ ৩) ২২,০৮,৯০৭.৪০ টাকা (বাইশ লক্ষ আট হাজার নয়শো সাত টাকা চল্লিশ পয়সা মাত্র) ১০.০৫.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া	১২১৫ বর্গফুট পরিমাপের দোতলা বাড়ি যা প্রায় ১ কাঠা ২০ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের উপর অবস্থিত এবং মৌজা- বরিজহাটি, জে.এল. নং ৮৬, আর.এস. নং ১৭৮১, তৌজি নং ১৭, খতিয়ান নং ৮৫৬, ৭২৮, হাল এলআর খতিয়ান নং ৭৫৬, ১২৩৮, ১৭২, দাগ নং ৭৩৩/১২৮৩, হাল এলআর দাগ নং ৮৬৮, থানা-চণ্ডীতলা, জেলা - হুগলী, বারিজহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির মধ্যে, জেলা হুগলি । চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে; প্লট নং বি, পূর্বে ; ১২ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ , আরএস প্লট নং ৭৩৩/১২৮৩ (পি), পশ্চিমে- আরএস প্লট নং ৭৩৩।
২.	**পরিতোষ প্রজাপতি (ঋণগ্রহীতা) এবং সন্তোষ প্রজাপতি (সহ-ঋণগ্রহীতা)**	১) ২৩-০৮-২০২৩ ২)১৪.১২.২০২৩ ৩) ১৮,৮১,২০২.৯৫ টাকা (আঠার লক্ষ একাশি হাজার দুই শত দুই টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা মাত্র) ০৯.০৫.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া	স্বয়ংসম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ মার্বেল ফ্লোরিং আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি-৩ এর সকল, 'ভুতনাথ ভবন' নামে নবনির্মিত ভবনের চতুর্থ তলায়, পশ্চিম পাশে পরিমাপ ৮৪৫ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি আচ্ছাদিত এলাকা, এইচএমসি হোল্ডিং নং ১০/১০, সীতানাথ বোস লেন, থানা গোলাবাড়ি, জেলা ; হাওড়া, ওয়ার্ড নং ১০, নিম্নোক্ত মতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর ;খোলা আকাশ; দক্ষিণে , খোলা জায়গা; পূর্ব দিকে ; ফ্ল্যাট নং সি-২ এবং সিঁড়ি এবং লবি, পশ্চিম-উন্মুক্ত স্থান যা প্রায় ২ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৩ বর্গফুট মোকারারি মৌরাসি বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর উপর নির্মিত কাঠামো সহ যার এইচএমসি হোল্ডিং নং ১০/১০, সীতানাথ বোস লেন,থানা- গোলাবাড়ি, জেলা ; হাওড়া, ওয়ার্ড নং ১০ জেলা রেজিস্ট্রার এবং অতিরিক্ত জেলা সাব ; রেজিস্ট্রার- হাওড়া এর এখতিয়ারের মধ্যে, চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে ; হোল্ডিং নং ১০/৯/১, সীতানাথ বোস লেন; দক্ষিণে; হোল্ডিং নং ১০/১২/১ এবং ১০/১২, সীতানাথ বোস লেন; পূর্ব দিকে - ১০' আই' (এভি), সীতানাথ বোস লেন; পশ্চিমে- হোল্ডিং নং ১০/১৫ এবং ১০/১৪/১, সীতানাথ বোস লেন।

তারিখ- ১৮.১২.২০২৩
স্থান- হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার,
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank

MANICKTOLLA BRANCH

সংশোধনী

উল্লেখ্য দাবি নোটিশ অ্যাকাউন্ট **মেসার্স অন্নপূর্ণা গারমেন্টস** এই সংবাদপত্রের ৩ নভেম্বর ২০২৩ সংস্করণে প্রকাশিত, **এনপিএ'র তারিখ** ২৯.০৭.২০১৯ তারিখের পরিবর্তে **পড়তে হবে ২৯.০৭.২০২৩।** অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ : ১৮.১২.২০২৩ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া**

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
সিএআইএস ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস অফিস নং ১১০৫, ১২তম তল, টোডি ম্যানশন, ১ লু শুন সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৭৩ সম্পর্কিত

....আবেদনকারী

এতদ্দ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১৩ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে**" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, নিজাম প্যালেস, ॥ এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
অফিস নং ১১০৫, ১২তম তল, টোডি ম্যানশন, ১ লু শুন সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৭৩

সিএআইএস ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ১৮.১২.২০২৩ শালিনী মিশ্র
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
ডিন-০৮৭৪৮৪৮৪

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR M/S MANIKARAN VINCOM PRIVATE LIMITED OPERATING IN TRADING OF CONSUMER PRODUCTS AT KOLKATA
(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor along with PAN & CIN / LLP No.	**M/S MANIKARAN VINCOM PRIVATE LIMITED** PAN - AAFCM6071P CIN - U51109WB2008PTC122141
2.	Address of the registered office	9/A/1B, Chetla Road, Kolkata - 700027
3.	URL of website	Not available.
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Not available.
5.	Installed capacity of main products/ services	The company is involved in trading of Consumer Products.
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	F.Y: 2022-23 **Total Income** : NIL, **Operating Revenue** : NIL
7.	Number of employees/ workmen	NIL
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	Email for correspondence **basu_anal@rediffmail.com** **manikara.vincom@gmail.com**
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	Email for correspondence: **basu_anal@rediffmail.com** **manikara.vincom@gmail.com**
10.	Last date for receipt of expression of interest	02nd January, 2024
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	12th January, 2024
12.	Last date for submission of objections to provisional list	17th January, 2024
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	27th January, 2024
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	01st February, 2024
15.	Last date for submission of resolution plans	02nd March, 2024
16.	Process email id to submit Expression of Interest	**basu_anal@rediffmail.com** **manikara.vincom@gmail.com**

Sd/- Anal Basu
Resolution Professional
IBBI Registration no.: IBBI/IPA-001/IP-P-02436/2021-2022/13742
27, Haladhar Bardhan Lane, Kolkata-700012
For Manikaran Vincom Private Limited

Date: 18.12.2023
Place: Kolkata

This is a public announcement for information purpose only and not an offer document and not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.)

KHOOBSURAT LIMITED
Corporate Identification Number: L23209WB1982PLC034793

Our Company was originally incorporated as Khoobsurat Limited on April 17, 1982, under the Companies Act, 1956, vide Certification of Incorporation bearing registration number 34793 of 1982 issued by the Registrar of Companies, West Bengal. We received Certificate of Commencement of Business dated May 1, 1982, issued by the Registrar of Companies, West Bengal. For details of changes in the registered office of our Company, please refer to the chapter entitled 'General Information' beginning on page no. 36 of the Draft Letter of Offer.

Registered Office: 7A, Bentinck Street, 3rd Floor, Kolkata -700001, West Bengal, India
Tel: +91 33 40617068; **Website:** www.khoobsuratltd.co.in; **E-mail:** khoobsurat.kolkata@gmail.com
Contact Person: Neha Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTER OF OUR COMPANY: MR. ALOK KUMAR DAS

ISSUE OF UP TO [•]/- EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 1/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•]/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [•] PER RIGHTS EQUITY SHARE) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹ 3,500.00* LAKHS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF [•] RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY [•] FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. [•]. THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS [•] TIMES OF THE FACE VALUE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 124.

***ASSUMING FULL SUBSCRIPTION. SUBJECT TO FINALIZATION OF THE BASIS OF ALLOTMENT.**

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 72(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended (the "SEBI ICDR Regulations") to state that Khoobsurat Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of equity shares to its equity shareholders on rights basis and has filed the Draft Letter of Offer ("DLOF") dated December 15, 2023 with the BSE Limited (BSE) on December 15, 2023. Since the size of the Issue is less than ₹ 5,000 Lakhs, as per the SEBI (ICDR) Regulations, the DLOF has not been filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") nor SEBI shall not issue any observation on the DLOF.

Pursuant to the Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with BSE is open for public comments, if any. The DLOF is hosted on the website of Company, website of the recognised stock exchange i.e. BSE at www.bseindia.com, website of the Company i.e. at www.khoobsuratltd.co.in. All members of the public are hereby invited to provide their comments on the DLOF to BSE with respect to the disclosures made in the DLOF. The public is requested to send a copy of the comments to BSE and to the Company at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by the Company on or before 05.00 p.m. by January 7, 2024.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please note the distribution of the DLOF and issue of equity shares on rights basis to person in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Accordingly, any person who acquires Rights entitlement or Rights Equity shares will be deemed to have declared, warranted and agreed that at the time of subscribing for the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in the restricted jurisdictions. The Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in any other jurisdiction which have any restrictions in connection with offering, issuing and allotting Rights Equity Shares within its jurisdictions, and/or to its citizens. The offering to which the DLOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlements.

Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, Investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Rights Equity Shares have not been recommended or approved by SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this DLOF. Investors are advised to refer to the "Risk Factors" beginning on page 21 of the DLOF before making an investment in the Issue.

NOTE: All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DLOF.

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Opp. Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (E), Mumbai – 400011, Maharashtra, India **Tel No.:** +91 22 2301 2518 / 8261 **Email:** support@purvashare.com **Investor Grievance Email:** support@purvashare.com **Website:** www.purvashare.com **SEBI Registration No:** INR000001112 **Contact Person:** Deepali Dhuri, Compliance Officer	**Neha Agarwal** 7A, Bentinck Street, 3rd Floor, Kolkata -700001, West Bengal, India **Website:** www.khoobsuratltd.co.in **E-mail:** khoobsurat.kolkata@gmail.com **Tel:** +91 33 40617068 Members are advised to contact the Company Secretary and Compliance Officer or Registrar to the Issue or the Lead Manager for any pre-Issue or post-Issue related problems.

For Khoobsurat Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Managing Director

Date: December 16, 2023
Place: Kolkata

Disclaimer: Khoobsurat Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue its equity shares on rights basis and has filed a Draft Letter of Offer with the BSE. The Draft Letter of Offer shall be available on the website of Issuer Company at www.khoobsuratltd.co.in and the website of BSE at www.bseindia.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Draft Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the Draft Letter of Offer before making an investment in the Issue.

Communicate India

টোটোর দৌরাত্ম্য বন্ধ ও শহরবাসীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অবৈধ টোটোর দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে এবং শহরের মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে অভিনব উদ্যোগ নিল সোনামুখী পুরসভা।

রাস্তাঘাটে টোটোর দৌরাত্ম্য ক্রমশ বেড়ে চলেছে যার কারণে তৈরি হচ্ছে যানজট পরিস্থিতি। সোনামুখী পুরশহরে যানজট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং শহরের মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিল সোনামুখী পুরসভা কর্তৃপক্ষ। সোনামুখী পুরশহরের সমস্ত টোটো চালকদের আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পুরসভাতে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে রেজিস্ট্রেশন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সোনামুখী পুরশহরের অন্তর্গত টোটো চালকদের নিয়ে সোনামুখী পুরসভাতে একটি বৈঠক করলেন চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। সোনামুখী পুরশহর অত্যন্ত ঘিঞ্জি, এমনিতেই বেশিরভাগ সময় যানজট পরিস্থিতি তৈরি হয়। তার ওপর বিভিন্ন গ্রামের টোটো চালকরাও শহরে আসেন, যার কারণে আরও বেশি যানজট পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে দাবি পুরসভা কর্তৃপক্ষের। তাই সে কথা মাথায় রেখে পুরসভার এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়, খুশি টোটো চালকরাও। পুরসভার এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা।

তুফান বিশ্বাস নামে এক টোটো চালক জানান, সোনামুখী পুরশহরের যানজট ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তাই অবৈধ টোটোর দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে পুরসভার এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সোনামুখী পুরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখোপাধ্যায় জানান, শহরের মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং শহরে কত টোটো চলছে কারাই বা সেই টোটো চালাচ্ছেন, সেই সম্পর্কে সঠিক তথ্য রাখার জন্য এবং শহরকে যানজটমুক্ত করতে প্রতিটি টোটো চালককে পুরসভায় রেজিস্ট্রেশন করার বার্তা দেওয়া হল এবং এতে সহমত জানিয়েছেন টোটো চালকরা, তাঁরাও দারুন খুশি।

আরামবাগবাসীকে নতুন বছরে নতুন বাসস্ট্যান্ড উপহার প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নতুন বছরের শুরুতে সুজলপুর বাসস্ট্যান্ড চালু হতে চলেছে। জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। বাসস্ট্যান্ড চালু হলে শহরের যানজট কমবে। বাসযাত্রীরা উপকৃত হবেন। নতুন বাসস্ট্যান্ড পেয়ে খুশি মহকুমার বাসিন্দারা। আরামবাগ শহর সংলগ্ন সুজলপুরে একরকম নতুন বাসস্ট্যান্ড তৈরি কাজ শুরু হয়। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাবার পরেও সেই কাজ শেষ না হওয়ায় প্রশ্ন উঠছিল। অবশেষে মহকুমা প্রশাসনের তরফে নতুন বাসস্ট্যান্ড চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মহকুমায় গাড়ির সংখ্যা গত দশবছরে কয়েকগুণ বেড়েছে। বিদ্যাসাগর বাসস্ট্যান্ডের ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়ছিল। বাসস্ট্যান্ডের ছোট পরিসরে বাস ধরতে এসে যাত্রীরা সমস্যায় পড়ছিলেন। শহর সংলগ্ন সুজলপুর এলাকায় নতুন বাসস্ট্যান্ড গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। সেই বাসস্ট্যান্ড তৈরির অধিকাংশ কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারপরেও নতুন বাস স্ট্যান্ডটি চালু না হওয়ায় প্রশ্ন উঠছিল। মহকুমা একাধিক বাস মালিক সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা কিছুদিন আগে বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে বাস মালিকদের সম্মতিক্রমে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে সুজলপুর বাসস্ট্যান্ড চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে আরামবাগ থেকে তারকেশ্বর, গড়েরঘাট, পানশিউলি, গণেশপুর, গোতান, মদনপুর রুটের সব বাস সুজলপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ছাড়বে। বিদ্যাসাগর বাসস্ট্যান্ডের সামনে যাত্রী ওঠানো ও নামানো করা যাবে। দূরপাল্লার ও গোঘাটের দিক থেকে আসা বাসগুলো আগের মতোই বিদ্যাসার বাসস্ট্যান্ড ঢুকতে পারবে। তবে শহরের ভিতরে কোনও রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ বাস দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে না। আরামবাগ মহকুমা লোকাল বাস, মিনিবাস মালিক সমিতির সম্পাদক বৈদ্যনাথ নন্দী বলেন, প্রশাসনের তরফে মহকুমার একাধিক বাস মালিক সংগঠনের সদস্যদের কয়েকদিন আগে ডাকা হয়েছিল। বৈঠকে নতুন বাস স্ট্যান্ড চালুর বিষয়ে আমাদের বলা হয়। আমরা বলেছি বিদ্যাসাগর বাস স্ট্যান্ডের ভিতর সব বাসকে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হোক। কিছু বাস ঢুকবে কিছু বাস ঢুকবে না এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের আপত্তি আছে। উনারা বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। ১৬/২০ টি বাস মালিক সংগঠনের সম্পাদক বিল্টু মুন্সি সুজলপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস ছাড়া নিয়ে আমাদের কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগর বাসস্ট্যান্ডে বাস না ঢুকলে যাত্রী পেতে সমস্যা হবে। আমরা চাই প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করুক। আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী বলেন, বিদ্যাসাগর বাসস্ট্যান্ডের ওপর চাপ বাড়ছিল। শহরে যানজট রুখতে নতুন বাসস্ট্যান্ডের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আধুনিক পরিষেবাযুক্ত বাসস্ট্যান্ড গড়ে তোলার জন্য পুরসভা সুজলপুরে জমি অধিগ্রহণ করে। বিভিন্ন কারণে বাসস্ট্যান্ড চালুর কাজ থমকে ছিল। পরিকাঠামো তৈরির বেশিরভাগ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে নতুন বাসস্ট্যান্ডের নামকরন হয়েছে। বাস মালিক সংগঠনের সদস্যদের দাবিদাওয়ার বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে। আরামবাগের এসডিও সুভাষিনী বলেন, জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে সুজলপুর বাসস্ট্যান্ড চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাসস্ট্যান্ড চালু হলে শহরের যানজট সমস্যা অনেকটাই কমবে।

প্রতিশ্রুতি পূরণ মুখ্যমন্ত্রীর, মৃতদের পরিবারের হাতে চেক তুলে দিলেন নারায়ণ গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: আবারও প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘোষণা মতো বসিরহাটে ইটভাটার চিমনি ভেঙে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রবিবার বিকেলে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী নিজের হাতে মৃতদের পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। এদিন মৃত হাফিজুল ইসলাম মণ্ডল ও আসিত ঘোষের পরিবারের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। বাকি দুই মৃত ব্যক্তি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা বলে তাদের চেক পাঠানো হবে বলে জানান নারায়ণ। পাশাপাশি তিনি বলেন, আহত তিন জনের আর্থিক সাহায্যের চেক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। এদিন নারায়ণ প্রশাসনিক কর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, মৃতদের পরিবাররা

যাতে রাজ্য সরকারের সব প্রকল্পের সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করতে এবং স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের নির্দেশ দেন পরিবারগুলির পাশে থাকতে, তাদের সুবিধা অসুবিধা দেখতে। যাতে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় সেদিকেও নজর রাখতে।

প্রসঙ্গত বুধবার রাতে বসিরহাটের ইটিন্ডা এলাকায় ইটভাটার বয়লারে আগুন দেওয়ার পরেই চিমনি ভেঙে পড়ে। ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়, গুরুতর আহত হয় ৩ জন, বাকি ২০-২৫ জন সামান্য আহত হয়। ঘটনার খবর পেয়েই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ও ৩ আহতদের পরিবার পিছু ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছিলেন। তিনদিনের মাথায় প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাস্তার বেহাল দশায় দুর্ঘটনার দাবি, প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দীর্ঘ পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা হওয়ায় প্রতি মুহূর্তে দুর্ঘটনা বাড়ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। প্রশাসন উদাসীন বলেও অভিযোগ।

এলাকাবাসীর দাবি, বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের রোল অঞ্চলের ইন্দাস রেলগেট থেকে চেকপোস্ট পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার পিচ রাস্তা একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে। প্রতিমুহূর্তে আতঙ্ক নিয়ে রাস্তায় যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। কিন্তু তারপরেও হুঁশ ফিরছে না প্রশাসনের। রাস্তায় পিচ উঠে বড় বড় পাথর বেরিয়েছে, যার কারণে ক্রমশই বাড়ছে দুর্ঘটনার পরিমাণ। রাতের অন্ধকারে শুধু নয়, দিনের বেলাতেও দুর্ঘটনার পরিমাণ বাড়ছে। সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের।

অন্যদিকে রাস্তায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। একটু বৃষ্টি হলেই সেই গর্ত জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যাতায়াতের সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ নিত্যদিনের একমাত্র যাতায়াতের রাস্তা এটি। স্বাভাবিক ভাবেই কবে এই রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেয় প্রশাসন, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সকল সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দা শেখ নিজাম উদ্দিন, শেখ পিয়ার আলমরা জানান, দু'বছর আগে রাস্তা মেরামত হয়েছে। তার মধ্যেই রাস্তাটি একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে। প্রতি মুহূর্তেই ঘটছে দুর্ঘটনা। প্রশাসন দ্রুত এই রাস্তার সংস্কার করুক। এ বিষয়ে ইন্দাস ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত বলেন, 'আমি ব্যক্তিগত ভাবে জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে জানিয়েছি।' আগামী জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে টেন্ডার হবে এবং দ্রুত রাস্তা সংস্কার হবে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে রাস্তার এই বেহাল দশা নিয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী শিবির। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখ পাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস দাবি করেন, ওনারা বিধায়ক ও সাংসদদের কাজ করতে দেন না। সরকারি টাকা দিয়ে ভাইপোকে বাঁচানোর চেষ্টা চলছে তা হলে রাজ্যের উন্নয়ন হবে কী করে।

হত্যা ও দুর্নীতি নিয়ে সরব দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সংসদে ধোঁয়া কাণ্ড নিয়ে রাজ্যকে জড়িয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ। রবিবার মেদিনীপুরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, দেশবিরোধী কাজের সঙ্গে বারবার কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের নাম কেন জুড়ে যাচ্ছে! এছাড়াও কালীঘাটের কাকু সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের এসএসকেএম এর চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, এ রাজ্যে যে সব রাজনৈতিক হত্যা, দুর্নীতি বা সন্ত্রাস হচ্ছে তার পেছনে গোরু পাচারের টাকা ব্যবহার হচ্ছে। বসিরহাট, বনগাঁ, রানাঘাট সহ সমস্ত সীমান্ত এলাকায় হাজার হাজার গোরু পাচার হয়। মাঝখানে একটু কমে ছিল, এখন আবার বেড়েছে। পুলিশের সঙ্গে যোগ সাজস করে টিএমসি নেতারা গোরু পাচার করছে। ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার বিভিন্ন জায়গা থেকে গোরু নিয়ে আসা হচ্ছে। অবৈধ গোরু পাচার আগে তো পুলিশ আটকাবে, কেন আটকাচ্ছে না? এর ফলে এই টাকা দিয়ে ক্রাইম বাড়ছে। গত ১৫ ডিসেম্বর খড়গপুরে তৃণমূলের সভা থেকে দিলীপ ঘোষ ও হিরণের কাজের খতিয়ান নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন যুবা তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষ। তারই জবাবে দিলীপ ঘোষ বলেন, আমি আমার হিসাবে বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছি এবং আমার কত কোটি টাকার প্রজেক্ট সায়নী ঘোষদের সরকার পাশ না করে আটকে রেখেছে সেটাও দিয়ে দিয়েছি। ওরা বলুক খড়গপুর পুরসভার জন্য দশ মাস ধরে চেয়ারম্যান দিতে পারেনি কেন?

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত বসতবাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: অগ্নিকাণ্ডের জেরে ভস্মীভূত বসতবাড়ি। বাড়ির আসবাবপত্র, পোশাক, প্রয়োজনীয় নথিপত্র, নগদ কিছু টাকা সবই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডে অল্পবিস্তর আহত হয়েছে গবাদি পশুরাও। কোনও মানুষের ক্ষয়ক্ষতি না হলেও বাড়ির সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় সর্বস্বান্ত হয়েছে ওই পরিবার। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকে দৌয়র গ্রামে।

জানা গিয়েছে, শীতের রাতে হঠাৎই বাড়ির গোয়ালঘর থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বাড়িতে। সেই আগুনেই ভস্মীভূত হয় বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র থেকে আরম্ভ করে পোশাক পরিচ্ছদ, প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও নগদ টাকা সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীও। বাড়ির মালিক ও প্রতিবেশীদের প্রাথমিক অনুমান, ইলেকট্রিক শর্ট-সার্কিটের জেরেই এই বিপত্তি।

বাড়ির মালিক মোজাফফর হোসেন শেখ জানান, শনিবার সন্ধ্যায় ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিটের জেরে গোয়ালঘর থেকে আগুন সম্পূর্ণ বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে সম্পূর্ণ বাড়ি। সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির লোকজন বাইরে বের হয়ে যায়। গ্রামবাসীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান এবং এলাকাবাসীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে সব পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

এখন সর্বস্বান্ত ওই পরিবার কোথায় বসবাস করবে, কী ভাবেই বা আসবে তাঁদের দুবেলা দুমুঠো খাবার, তা নিয়ে চিন্তিত গোটা পরিবার। কারণ আগুনের লেলিহান শিখা এই পরিবারের সঞ্চিত খাদ্য সামগ্রী থেকে শুরু করে বসতবাড়ি, পোশাক পরিচ্ছদ সবই ভস্মীভূত করে দিয়েছে। প্রতিবেশী শেখ আসমত আলি জানান, এই বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের জেরে সবই

পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে, এটি সম্পূর্ণ মাটির কাঁচা বাড়ি, আগুন নেভানোর জন্য স্বাভাবিক ভাবেই অতিরিক্ত জল ব্যবহারের ফলে বাড়ির দেওয়ালগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে, যে কোনও মুহূর্তে এই বাড়ি ভেঙে পড়ারও আশঙ্কা রয়েছে। এই মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত ওই পরিবারকে প্রতিবেশীরা আশ্রয় দিয়েছেন। সরকারি ভাবে যদি কোনও সহযোগিতা পাওয়া যায় তা হলে ওই পরিবার আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারবে। প্রতিবেশী শেখ আসমত আলি সহ এলাকাবাসীরা জানান অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্রে খবর দেওয়া হলে দমকলের কর্মীরা হাজির হতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়, কারণ এলাকায় কোনও অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র নেই। বর্ধমান অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র থেকে আসতে হয় দমকলের কর্মীদের তাই দক্ষিণ দামোদর এলাকায় একটি অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্রের অতি প্রয়োজন বলে দাবি তুলছেন এলাকার মানুষরা।

আন্তঃরাজ্য চক্রের দুষ্কৃতী ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: রবিবার ভোরে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ঝাড়খণ্ড সীমানা থেকে এক আন্তঃরাজ্য চক্রের দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল। ধৃত দুষ্কৃতীর নাম এমডি রিয়াজ। বাড়ি আসানসোলে। পুলিশ তার কাছ থেকে তালা কাটার যন্ত্র সহ বিভিন্ন চুরি করার জিনিসপত্র উদ্ধার করেছে। রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ রঘুনাথপুর থানার পুলিশ তাকে রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলে ও পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানায় বিচারকের কাছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুষ্কৃতীর নামে পুরুলিয়া জেলার একাধিক থানা সহ এরাজ্যের বিভিন্ন থানা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকাতেও চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি সহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে তার নামে। বিচারক ধৃত দুষ্কৃতীকে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ ধৃত দুষ্কৃতীকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

SBI — এসবিআই, আরএসিপিসি রাজারহাট (১৬৮২২)
সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার - II এর নিকট, নিউ টাউন
কলকাতা-৭০০১৬১, ফোন নং - ০৩৩২৫৭২৬০১০ ই-মেল - sbi.16822@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্র নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রীমতি উমা রাও মুখার্জি** স্বামী মিন্টু মুখার্জি মহামায়া স্মৃতি ভবন বাসুদেবপুর, দক্ষিণ পল্লী, পো. খঞ্জনচক, থানা - দুর্গাচক, হলদিয়া তালপুকুর দুর্গা মন্দিরের নিকট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬০২ **আরও :** ফ্ল্যাট নং এফ ৪বি, দৃশা ১৩কে, ব্লক - এ, মৌজা - চকপাঁচুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত-পাথরঘাটা, থানা - নিউ টাউন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৫৬	তপশিল "সি" অংশ -১: দায়বদ্ধতার ধরন : নেই অংশ -২ **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকী জামিন সম্পত্তির বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের মার্বেল মেঝেযুক্ত ফ্ল্যাট নং এফ ৪বি (উ-প-দ দিকে) ব্লক -এ পঞ্চম তলে বহুতল 'দৃশা ১৩কে' ভবনে পরিমাণ আনুমানিক ৭২০ (সাতসো কুড়ি) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং হল, দুই টয়লেট, এক কিচেন এবং এক ব্যালকনি, ব্লক এ তে অবস্থিত নির্মিত জমির পরিমাণ এরিয়া ২১(একুশ) শতক কমবেশি ৩১ শতক থেকে এবং ১/২ অংশ ভাগ ৬২ (বাষট্টি) শতক থেকে আরএস দাগ নং ১৯২৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৯, অবস্থিত মৌজা- চকপাঁচুরিয়া, জেএল নং ২০৫ ১/২ , এলআর খতিয়ান নং ২৩১৪, স্থানীয় পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,রাজারহাট অধিক্ষেত্রে, বর্তমানে নিউ টাউন থানা, এডিএসআর অফিস বিধাননগর সল্ট লেক সিটি বর্তমান রাজারহাট (নিউ টাউন) জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভলুম নং ১৫২৩-২০১৬, পৃষ্ঠা ২৬৫৬৪৭ থেকে ২৬৫৬৭৫, দলিল নং ১৫২৩০৮৬০৭-২০১৬ সালের। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি উমা রাও মুখার্জি পিতা লিঙ্গম বসন্ত রাও এবং স্বামী মিন্টু মুখার্জি। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২২ ফুট চওড়া চকপাঁচুরিয়া রোড, **দক্ষিণে :** শ্রীমতি নন্দ রানি মন্ডল এর জমি, **পূর্বে :** শ্রীমতি নন্দ রানি মন্ডলের জমি, **পশ্চিমে :** ১৮ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০২.১২.২০২৩ এনপিএ তারিখ ০১.১২.২০২৩	হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৩৫৯৮১১৫২৭৮৬ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৩৬০০০৩১৪৮৯৫ (১৬,৪৫,৮৪৮.০০ টাকা (ষোলো লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশ আটচল্লিশ টাকা) ০২.১২.২০২৩ অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১৮.১২.২০২৩ , স্থান - রাজারহাট — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড,
তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী সৌমিক দাসগুপ্ত এবং শ্রীমতি শাশ্বতী দাসগুপ্ত** ৩৮ এজেসি বোস রোড, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩ **শ্রী সুপ্রভাত ঘোষ (জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ ১০/৭ বীরেন রায় রোড পূর্ব বেহালা কলকাতা - ৭০০০৩৪ **শ্রী সৌমিক দাসগুপ্ত এবং শ্রীমতি শাশ্বতী দাসগুপ্ত** অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২জে, ৩য় তল, ৩৩৪, ভট্টাচার্যি পাড়া রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩	তপশিল "সি" অংশ -১ : দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ বন্ধকী, অংশ -২ **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ২২, পৃষ্ঠা ১১৪৫১ থেকে ১১৪৮৩ দলিল নং ১১০১৫- ২০১২ সালের অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাস্যুলেন্স-১ কলকাতা। **স্বত্বাধিকারী : শ্রী সৌমিক দাশগুপ্ত এবং শ্রীমতি শাশ্বতী দাশগুপ্ত** **প্রথম তপশিল উক্ত সম্পত্তির উল্লেখকারী** **সংশ্লিষ্ট সকল অংশ** ফ্ল্যাট নং ২জে, ৩য়তল,(ব্লক পিছনের) ১০১৯ বর্গফুট এসবিএ , ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং , ২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ অংশ ৪৩ ডেসিমেল জমির, অবস্থিত মৌজা- পশ্চিম বড়িশা,দাগ নং ৩২৬৫ এবং ৩২৬৬, খতিয়ান নং ১৩৮ এবং ৭৯৮, জেএল নং ১৯, প্রেমিসেস নং ৩৩৪, ভট্টাচার্য পাড়া রোড, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৬৩,জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উক্ত জমির নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : **উত্তরে :** কেএমসি রোড (২০ ফুট); **দক্ষিণে :** এজমালি পুকুরের মালিক কানাইলাল মুখার্জি এবং অন্যান্য, দাগ নং ৩২৬৬, **পূর্বে :** লালু বাবুর জমি, **পশ্চিমে :** কানাইলাল মুখার্জির ভবন এবং জমি সমন্বিত।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৩.১২.২০২৩ এনপিএ তারিখ ০৬.১২.২০২৩	হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৩১৬০৭৫৩৫৯৩৭ (১০,৫২,১৫১ টাকা (দশ লাখ বাহান্ন হাজার একশ একান্ন টাকা) ১৩.১২.২০২৩ অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১৮.১২.২০২৩, স্থান - বেহালা, কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মালদার আদিনা ইকো পার্কে চালু হোমস্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আদিনা ইকো পার্কে এই প্রথম চালু হল হোমস্টে। যেখানে পর্যটকদের জন্য খাওয়ারের ব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের মনোরঞ্জনমূলক আয়োজন করার উদ্যোগ নিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

শীতের মরশুম শুরু হতেই মালদার আদিনা ইকো পার্কে বাড়ছে পর্যটকদের ভিড়। সাইকেলিং, ছোটদের চার চাকার গাড়িতে ভ্রমণ, বোটিং, ব্যাটারিচালিত গাড়িতে ভ্রমণ, ফোটোশুট, সেলফি জোন এমনই হরেক রকম মনোরঞ্জন ব্যবস্থা নিয়েই চালু হয়েছে মালদার গাজোল ব্লকের আদিনা ইকো পার্ক। যেখানে ছুটির দিনগুলোতেই ব্যাপক হারে বাড়ছে পর্যটকদের সংখ্যা। যার ফলে খুশি আদিনা ইকো পার্কের হোমস্টে কর্তৃপক্ষ। এই আদিনা ইকো পার্কে গড়ে উঠেছে আরও একটি সরকারি মূল্যের খাদ্য সরবরাহের ক্যান্টিন। যেখানে অতি সস্তায় পর্যটকদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাতদিন এই ক্যান্টিন থেকেই খাওয়ার সামগ্রী পাবেন পর্যটকরা বলেও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, মালদার গাজোল ব্লকের পাণ্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টটি। আর সেই ফরেস্টকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে ইকো পার্ক। ফরেস্টে প্রবেশের আগেই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের এক পাশে রয়েছে আদিনা মসজিদ। যাকে ঘিরেও পর্যটকদের মধ্যে অনেক উৎসাহ রয়েছে। শীতের মরশুমে মালদা জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ

দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর এমনকি ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকেও অনেকেই আসেন আদিনা ডিয়ার ফরেস্ট সংলগ্ন এলাকায় পিকনিক করতে।

বহু পর্যটকরা এতদিন আদিনা ডিয়ার ফরেস্ট ও ইকো পার্ক ঘুরে দেখার পর মালদার ইংরেজবাজার শহরে চলে যেতেন থাকার জন্য। কিন্তু এবারে আদিনা ইকোপার্ক ঘিরে গড়ে উঠেছে হোমেস্টে। যেখানে পর্যটক থেকে শুরু করে শিশুদের জন্য নানান মনোরঞ্জন করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সামান্য খরচায় অনায়াসে একদিন এই আদিনা ইকো পার্কে থেকে পরিবেশ সম্পর্কে পরিচিতি উপলব্ধি করতে পারবেন পর্যটকরা বলে দাবি করা হয়েছে।

আদিনা ইকো পার্কে গড়ে ওঠা সরকারি সহায়ক মূল্যের ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষের এক কর্মকর্তা অঞ্জলি মুর্মু জানিয়েছেন, ঠান্ডা শুরু হতেই ধীরে ধীরে পর্যটকদের আগমন বাড়ছে। সংশ্লিষ্ট ক্যান্টিন থেকে পর্যটকদের স্বল্পমূল্যে খাওয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও আদিনা ইকো পার্ক সংলগ্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে হোমস্টে। যেখানে থাকা-খাওয়ার অনায়াসে সুযোগ-সুবিধা পাবেন পর্যটকরা।

রবিবার ছুটির দিন আদিনা ইকো পার্কে ঘুরতে এসেছিলেন রায়গঞ্জের দুই পর্যটক অমিত প্রসাদ এবং বীণা মণ্ডল। তাঁরা জানান, খুব ভালো ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। এতদিন তো এই আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে ঘুরতে আসলে আশপাশে থাকার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ডিয়ার ফরেস্টে পরিযায়ী পাখি, হরিণ সহ আরও বেশ কিছু বন্য প্রাণী দেখেই পর্যটকদের ফিরে যেতে হত। কিন্তু এবারে এখানে হোমস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে এই আদিনা ডিয়ার ফরেস্ট ইকো পার্কে পর্যটকদের ভিড় আরও বাড়বে।

মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগেই চলতি বছর অক্টোবর মাসেই আদিনা ইকো পার্কটি চালু হয়েছে। সেখানেই রয়েছে সেলফি জোন এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক বেশ কিছু প্রচার। এছাড়াও ইকো পার্কে পর্যটকদের জন্য নানান ধরনের বিনোদনমূলক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে এখন বাইরে থেকেও বহু পর্যটকেরা আসছেন। পাশাপাশি বন দপ্তরের পক্ষ থেকেও সিসি ক্যামেরার মাধ্যমেও পর্যটকদের সুরক্ষায় নজরদারিও চালানো হচ্ছে।

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস, রুমা সুইটস বিল্ডিং, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৩, পশ্চিমবঙ্গ
মো. নং - ৭০০৪২৮৬৩৬০/৮০৯৩০৩২৮০৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
CIN : L65190MH2004GQ1148838

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে অবগত করা হচ্ছে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার স্বত্ব/প্রতীকী দখল অনুমোদিত ব্যক্তিরা নিয়েছেন। আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অফিসার, সুরক্ষিত পাওনাদার, ০২.০১.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিবরণ অনুযায়ী প্রদর্শিত হলো।
০২.০১.২০২৪ তারিখে নিলামকৃত সম্পত্তির বিবরণ (১৫ দিনের নোটিশ)

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা (গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ) এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল নোটিশের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) ডাক/ টেন্ডার বর্ধিতকরণ পরিমাণ
শংকরপুর	(ঋণগ্রহীতা) শ্রী রাজীব সাহা (সহ ঋণগ্রহীতা) শ্রীমতি শ্রাবণী সাহা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিটের ভবনের একটি অংশে ফ্ল্যাট নং বি, ৭ম (সপ্তম) তলে, পরিমাণ কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০১০ বর্গফুট দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক ব্যালকনি, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, প্রকল্প/ভবনের নাম "অনিতা রেসিডেন্সি" অবস্থিত জমির পরিমাণ ১৪.২৫ ডেসিমেল কমবেশি, আরএস প্লট নং ১৬১১, এলআর প্লট নং ২৩৪৭, খতিয়ান নং ৪৪৩২, এলআর খতিয়ান নং ৩২২০ এবং ৩২২১, মৌজা- আরা, জেএল নং ৯১, থানা- কাঁকসা, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান (পূর্বতন বর্ধমানের অংশ মালানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন) **চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে :** শ্রী জীবন সোরেনের ভবন, **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, **পূর্বে :** ৮ ফুট চওড়া চলার পথ এবং শ্রী হরেন্দ্রনাথ মান্ডির ভবন, **পশ্চিমে :** মাইকেল টুডুর ভবন ওরফে হোপান টুডু।	ক) ১৯.০৯.২০২২ খ) ৩০.০১.২০২৩ গ) ১৮,৬৫,৩০৬ টাকা (আঠার লাখ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশ ছয় টাকা)	ক) ১৯,১৯,০০০ টাকা খ) ১,৯১,৯০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৯(১) অধীন বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশের জন্য বিজ্ঞপ্তি
টেন্ডার নথি কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্ক শঙ্করপুর শাখা থেকে কাজের দিন (সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত) ওয়েবসাইট : www.bankeauctionwizard.com এবং আইডিবিআই ওয়েবসাইট : https://www.idbibank.in ১৮.১২.২০২৩ থেকে ৩০.১২.২০২৩ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।

কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ টেন্ডার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ বিকেল ৪টা পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় :	১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ এবং ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় :	২ জানুয়ারি ২০২৪ বেলা ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন : www.bankeauctionwizard.com & https://www.idbibank.in

তারিখ : ১৮.১২.২০২৩, স্থান : দুর্গাপুর — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

দু'দিনের সফরে বারাণসীতে মোদি, প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে ভিড় জনতার

বারাণসী, ১৭ ডিসেম্বর: দু'দিনের সফরে রবিবার বারাণসী এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মূলত, দ্বিতীয় দফায় কাশী-তামিল সঙ্গম অনুষ্ঠানের উদ্বোধন-সহ একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা তাঁর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারাণসীর নমো ঘাটে কাশী তামিল সঙ্গম ২০২৩-এর দ্বিতীয় পর্বের উদ্বোধন করবেন।

কন্যাকুমারী থেকে বারাণসী পর্যন্ত একটি নতুন ট্রেনের যাত্রার সূচনাও করবেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে বিশেষ উন্মাদনা দেখা দিয়েছে বারাণসীর জনগণের মধ্যে। এদিন বারাণসী বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী নামতেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে সেখানে হাজির হন হাজার-হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থক সহ স্থানীয়রা। তারপর বারাণসীর রাস্তায় প্রধানমন্ত্রী রোড শো শুরু করলে কাশীবাসী তাঁদের নিজস্ব স্টাইলে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান। তার ভিডিয়ো বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, বারাণসীর রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয়। সেই কনভয়ের একেবারে সামনে কালো রঙের গাড়িটিতে বসে রয়েছেন তিনি। গাড়ির সামনের সিটে বসে জানালা দিয়ে জনগণের দিকে হাত নাড়ছেন। আর তাঁকে দেখতে রাস্তার পাশে ব্যারিকেডের ওপারে জমায়েত হয়েছে বহু মানুষ। তাঁদের মধ্যে সকলেরই পরনে গেরুয়া রঙের সন্ন্যাসীর বেশ। যেন কাশীর সমস্ত সন্ন্যাসী এই পবিত্র ভূমিতে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছেন। সকলে একযোগে ফুল ছুড়ে, শঙ্খ বাজিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানাচ্ছেন। বলা যায়, কাশী একেবারে তার নিজস্ব স্টাইলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভ্যর্থনা জানাল।

অ্যাম্বুল্যান্সকে পথ ছাড়লেন

বারাণসী প্রধানমন্ত্রী হলেও প্রথম থেকে নিজেকে দেশ ও দেশবাসীর 'চৌকিদার' বলেন। ব্যক্তির উর্ধ্বে দল এবং দলের উর্ধ্বে জনগণ বলেই সর্বদা জানান। রবিবার রোড শো করার সময় অ্যাম্বুল্যান্সকে আগে পথ ছেড়ে দিল প্রধানমন্ত্রীর কনভয়। বলা যায়, সুরক্ষার পরোয়া না করে নিরাপত্তার ব্যারিকেড ভেঙে অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য আগে রাস্তা ছেড়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই মুহূর্তের ভিডিয়ো বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, নিজের লোকসভা কেন্দ্র, বারাণসীর রাস্তায় গাড়িতে করে রোড শো করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে সামনে থেকে দেখতে রাস্তার পাশে বহু মানুষ জমায়েত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে একেবারে কনভয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। কিন্তু, পিছনে অ্যাম্বুল্যান্স দেখতে পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর মোদীর কনভয় রাস্তার ধারে ব্যারিকেডের পাশে দাঁড়িয়ে যায়। আর সেই কনভয়ের মাঝ দিয়ে আগে ছুটে যায় অ্যাম্বুল্যান্স।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত সিআরপিএফ আধিকারিক, আহত ১

সুকমা, ১৭ ডিসেম্বর: ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল এক সিআরপিএফ আধিকারিকের। মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর আরও এক জওয়ান। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার জাগারগুন্দা এলাকায়। জানা গিয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর আচমকা আক্রমণ চালায় মাওবাদীরা।

নিরাপত্তাবাহিনী এদিন 'মাওবাদী নিকেশ' অভিযানে বেরিয়েছিল। আচমকাই তাঁদের উপর হামলা হয়। মৃত্যু হয় সাব-ইন্সপেক্টর সুধাকর রেড্ডির। গুরুতর আহত কনস্টেবল রামু। ঠিক দু'মাস আগে অক্টোবর মাসের ১৯ তারিখ এই ছত্তিশগড়ে ভোটের জনসভা করতে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যকে মাওবাদী জঙ্গি মুক্ত করতে বিজেপিকেই ক্ষমতায় আনতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। শাহের কথা মতো ছত্তিশগড়ে বিজেপি সরকার তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু মাওবাদী নাশকতার শেষ হয়নি।

জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ সিআরপিএফের ১৬৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা মাওবাদী বিরোধী অভিযানে গিয়েছিলেন। জাগারগুন্দা এলাকার উরসাঙ্গাল গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছতেই বাহিনীর ওপর হামলা হয়। অতর্কিত হানায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাব-ইন্সপেক্টর সুধাকরের। বুলেটবিদ্ধ হন রামু। রামুকে তড়িঘড়ি 'এয়ার লিফ্‌ট' করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার পর ওই এলাকা থেকে চার জন সন্দেহভাজনকে আটক করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোবরা ইউনিট। স্থানীয় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হয়েছে এলাকায় চিরুনি তল্লাশি।

অমানবিক বেঙ্গালুরু! শিশুকে পিষে দিয়েও ভ্রূক্ষেপ নেই এসইউভি চালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা এসইউভির ধাক্কায় মৃত্যু হল তিন বছরের শিশুর। ছটফট করতে করতে প্রাণ হারাল একরত্তি। অথচ গোটা ঘটনা দেখেও নিশ্চুপ থাকলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা! এমন মর্মান্তিক ঘটনার কথা শিরোনামে উঠে আসতেই শিউরে উঠল গোটা দেশ।

ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুতে। আর্বিনা নামের ওই শিশু বেঙ্গালুরুর কসাভনাহাল্লির এক আবাসনে থাকত। তার বাবা যোগ জঠর ওই আবাসনে কাজ করেন। সেই সূত্রেও সেখানে থাকত আর্বিনা। গত ৯ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ ওই আবাসনের গেটের বাইরে খেলছিল একরত্তি। ঠিক তখনই এক আবাসিকের এসইউভি গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে আর্বিনাকে। ডান হাত এবং পায়ে গুরুতর চোট পায় সে। যন্ত্রণায় কাঁদতে থাকে। ছুটে আসেন তার বাবা যোগ। তখনও গোটা বিষয়টি যদিও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি। তিনি ভেবেছিলেন, আবাসনের গেটে হয়তো চোট পেয়েছে মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। খবর পেয়ে তদন্তে নামে বেলান্দুর থানার পুলিশ। প্রথমে অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায়, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্যই এই পরিণতি শিশুর। এর পরই তদন্তের মোড় ঘুরে যায়। আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা যায়, একটি গাড়িই পিষে দেয় ওই শিশুকে। যদিও সব দেখেও চুপ ছিলেন আশপাশের লোকেরা।

সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শিউরে উঠছেন মানুষ। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' সংবাদপত্র। বেঙ্গালুরুর বেলান্দুরের একটি আবাসনে লাগানো সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে, ছোট্ট আর্বিনা আবাসনের সামনের উঠোনে খেলা করছে। কিছু ক্ষণ পর একটি এসইউভি বেসমেন্ট থেকে বাইরে বেরোতে গিয়ে শিশুটিকে বেমালুম পিষে দেয়। গাড়িটির পিছনের চাকা তিন বছরের শিশুটির ছোট্ট শরীরের উপর দিয়ে চলে যায়। ভ্রূক্ষেপ করেন না গাড়ির চালক। যেন কিছুই হয়নি, এমন ভাব করে বেরিয়েও যায় গাড়িটি। তখনও সে বেঁচে। কিছু ক্ষণ আপ্রাণ হাত-পা ছোড়ার পর পড়ে যায় সে। পড়ে গিয়েও ছটফট করতে থাকে। সেই সময় কয়েক জন মানুষ তার সামনে দিয়ে আবাসনের ভিতরে চলে যান। তাঁরা আরবিনাকে দেখেনও, কিন্তু স্রেফ দেখে নিজের কাজে চলে যান। অন্য দিকে, বাচ্চাটি ছটফট করতে করতে সেখানেই এক সময় মারা যায়।

ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অভিযুক্ত চালক জানতেন, তিনি শিশুর উপর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও থামেননি। সেই জন্যই ঘটনার পর থেকে পলাতক তিনি। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে।

মেট্রোর দরজায় কাপড় আটকে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক মহিলার

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর: মেট্রোর দরজায় কাপড় আটকে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক মহিলা যাত্রীর। ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লিতে। জানা গিয়েছে, মহিলার পোশাক দরজায় আটকে থাকাকালীনই মেট্রোটি চলতে শুরু করে। ফলে হোঁচকা টানে টাল সামলাতে না পেরে মেট্রোর লাইনের উপরেই পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। মহিলাকে বাঁচানো যায়নি। ঘটনাটি দিল্লি মেট্রোর। মৃতের নাম রীনা।

জানা গিয়েছে, রীনা পশ্চিম দিল্লির নাঙ্গলোই থেকে মোহন নগরের দিকে যাচ্ছিলেন। মাঝে ইন্দ্রলোক স্টেশনে নেমে ট্রেন বদল করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে পোশাক আটকে যাওয়ার সময় তিনি মেট্রোয় উঠছিলেন, না কি মেট্রো থেকে নামছিলেন, এখনও তা স্পষ্ট নয়। মনে করা হচ্ছে মেট্রোয় ওঠার সময়েই এই অঘটন। তিনি মেট্রোয় ওঠার আগেই সম্ভবত ট্রেনের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতেই তাঁর কাপড় আটকে পড়ে, এমনটাই মনে করছেন পরিবারের সদস্যেরা। ঘটনার পর মহিলাকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দু'দিন চিকিৎসা চলে। দিল্লি মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক অনুজ দয়াল জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার মেট্রোর দরজায় কাপড় আটকে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন মহিলা। তাঁকে সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শনিবার সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মেট্রোরেলের নিরাপত্তা আধিকারিক এই ঘটনায় অভ্যন্তরীণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। কারও গাফিলতি প্রমাণিত হলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। দিল্লি পুলিশের তরফে এ বিষয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

লন্ডনে নিখোঁজ ভারতীয় ছাত্র

লন্ডন, ১৭ ডিসেম্বর: লন্ডনে পড়তে গিয়ে নিখোঁজ হলে গেলেন এক ভারতীয় পড়ুয়া। গত দু'দিন ধরে তিনি নিখোঁজ। এবিষয়ে বিদেশ মন্ত্রককে হস্তক্ষেপের করার আর্জি জানিয়েছেন মনজিন্দর সিং সিরসা নামের এক বিজেপি নেতা। জানা গিয়েছে, নিখোঁজ ছাত্র জিএস ভাটিয়া লফবরো বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। পূর্ব লন্ডন থেকে গত ১৫ ডিসেম্বর তিনি নিখোঁজ। তাঁকে ক্যানারি হোয়ার্ফে শেষবার দেখা গিয়েছিল। ওই ছাত্রের খোঁজ পেতে বিদেশ মন্ত্রকের হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন মনজিন্দর সিং সিরসা। তিনি পড়ুয়ার আইডেন্টিফিকেশন কার্ড ও রেসিডেন্স পারমিটও শেয়ার করেছেন। সেই সঙ্গে দু'টি নম্বর দিয়ে সকলের কাছে তাঁর আবেদন, ভাটিয়া সম্পর্কে কোনও খবর পাওয়া গেলে তা যেন সেখানে জানিয়ে দেন। তবে শুধু সরকার নয়, আরও বহু মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়ানোর আবেদন করেছেন তিনি।

গাজায় নিখোঁজ কমপক্ষে আট হাজার মানুষ

গাজা, ১৭ ডিসেম্বর: রবিবার আকাশপথে ইজরায়েলি হানায় উত্তর গাজার জাবালিয়ায় অন্তত ১৪ জন মৃত ও আহত বহু। অনেকে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আটকে রয়েছেন বলে অনুমান। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এদিন জানানো হয়েছে, যুদ্ধের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ৮ হাজার মানুষ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিখোঁজ রয়েছেন। ১৯ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। নিখোঁজ ও মৃতদের তালিকায় মহিলা এবং শিশুই ৭০ শতাংশ।

ইজরায়েলের সেনার তরফে দাবি করা হয়েছে, গাজার দু'টি স্কুলে ঘাঁটি গেড়েছিল থাকা সশস্ত্র জঙ্গিদের খতম করা হয়েছে। শুক্রবার একটি স্কুলের কাছে গুরুতর আহত হন কাতারের এক সংবাদ সংস্থার গাজা ব্যুরোর প্রধান ওয়ায়েল দাহদু ও চিত্রসাংবাদিক সামের আবুদাকা। সংবাদ সংস্থাটির তরফে দাবি করা হয়েছে, ঘটনার খবর পেয়ে অ্যাম্বুল্যান্স গেলেও, সেটাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ফলে ড্রোন হামলায় আহত সামের রক্তাক্ত অবস্থায় পাঁচ ঘণ্টার বেশি পড়ে থাকলেও কিছু করা সম্ভব হয়নি। চিত্রসাংবাদিক সামের মারা যান। যদিও এনিয়ে ইজরায়েলের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

'সাত্ত্বিক' বিহারে মাংস-মদে হুল্লোড় চিকিৎসকদের!

পাটনা, ১৭ ডিসেম্বর: শিশু চিকিৎসকদের সম্মেলন বসেছিল বিহারে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে সেখানে যোগ দিয়েছিলেন খ্যাতনামী চিকিৎসকেরা। দু'দিনের সম্মেলন। তার ফাঁকে ছিল চিকিৎসকদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও। সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অতিথিশালায় বসা চিকিৎসকদের সেই মনোরঞ্জনের আসর নিয়েই শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। অভিযোগ, বিহারে মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সরকারের নাকের ডগায় চিকিৎসকদের জন্য বসানো হয়েছে মদের আসর। প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি নীতীশের বিহারে গরিব আর বড়লোকদের নিয়ম আলাদা? তবে তাতে দেখা যাচ্ছে সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অতিথিশালায় টেবিলে রঙিন জলের গ্লাস এবং খাবার সাজিয়ে বসেছেন চিকিৎসকেরা। পাপ্পু যাদব নামের এক রাজনৈতিক দলের নেতা ভিডিয়োটি পোস্ট করে লিখেছেন, "দ্বারভাঙা মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে চিকিৎসকদের জন্য 'শরাব, শবাব এবং কবাবের ব্যবস্থা' অর্থাৎ মদ-মাংস এবং নারীসঙ্গের বন্দোবস্ত। চিকিৎসকেরা হুল্লোড় করছেন আর সরকার ঘুমিয়ে রয়েছে। আর কত দিন এ সব চলবে?" পাপ্পু বিহারের জন অধিকার পার্টির প্রধান। তিনি এখন জেলে রয়েছেন। পাপ্পু সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, এই দৃশ্য তিনি নিজেও দেখেছেন।

কেরলে কোভিডে মৃত্যু, সর্তকতায় জোর স্বাস্থ্য দপ্তরের, উদ্বিগ্ন প্রশাসন

তিরুঅনন্তপুরম, ১৭ ডিসেম্বর: কোভিডের ভয়াবহতাকে পিছনে ফেলে বছর দুই হল 'মাস্ক' হীন মুখে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলছে সাধারণ মানুষ। তারই মধ্যে কেরলে কোভিডে মৃত্যুর খবর।

গত কয়েক দিনে উত্তর কেরলে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা কম হলেও, নতুন করে সতর্কতা জারি করেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। চিন্তায় প্রশাসন। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২০২০ সালে দক্ষিণের এই রাজ্য থেকেই কোভিডের উদ্বেগ ছড়িয়েছিল গোটা ভারতে।কোভিডে মৃত্যু হয়েছে কেরলের কোঝিকোড় জেলার কালিয়াত্তুপারম্বথ কুমারন (৭৭) এবং কান্নুর জেলার পালাক্কান্ডি আবদুল্লাহর (৮২)। গত শুক্রবার মৃত্যু হয়েছে আবদুল্লাহর। জানা গিয়েছে, কাশি এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। কেরলে গত কিছুদিন ধরেই কোভিড সংক্রমণ নতুন করে ঊর্ধ্বমুখী। নভেম্বরে কেরলে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭০ জন। ডিসেম্বরের প্রথম ১০ দিনে সে রাজ্যে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৮২৫ জন।কেরল স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাঁদের সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট, লো ব্লাড প্রেসার, খেতে সমস্যা হচ্ছে, তাঁরা দ্রুত চিকিৎসককে দেখাবেন। কোভিড মনে হলেই রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। যাতে করে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যায়। তবে চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, কোভিডের থেকেও দূষণ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে এই ধরনের উপসর্গগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পান্নুন হত্যার ষড়যন্ত্র ভারত-আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্কে তিক্ততার আশঙ্কা

ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর: আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত। খলিস্তানি জঙ্গি গুরুপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্র ভারত ও আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক তিক্ত করতে পারে বলে আমেরিকান কংগ্রেসের ভারতীয় বংশোদ্ভূত এমপিরা মনে করছেন। একটি বিবৃতিতে পাঁচজন এমপি দাবি করেছেন, বিষয়টি নিয়ে তাঁরা ভীষণ চিন্তিত। আর এই অভিযোগ নিয়ে পদক্ষেপ না করলে তা দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে ব্যাপক আঘাত হানতে পারে।

অমি বেরা, পামেলা জয়পাল, রো খন্না, রাজা কৃষ্ণমূর্তি ও শ্রী থানেদার নামে আমেরিকান কংগ্রেসের ভারতীয় বংশোদ্ভূত পাঁচ এমপি শনিবার একটি যৌথ বিবৃতি দেন। সেখানে তাঁরা জানিয়েছেন, পান্নুনকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ ভীষণই উদ্বেগজনক। নিখিল গুপ্তের বিরুদ্ধে পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ সামনে এসেছে, সে বিষয়ে আমেরিকান প্রশাসন বিচার বিভাগের সামনে গোপন বক্তব্য পেশ করার পরই এমপি-রা এই বিবৃতি দিয়েছেন।

এই এমপি-রা জানিয়েছেন, 'ভারত ও আমেরিকার অংশীদারি দু'দেশের মানুষের মধ্যেই প্রভাব ফেলেছে। তবে আমরা উদ্বিগ্ন কারণ অভিযোগের বিষয়ে পদক্ষেপ না করলে দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে বিরাট প্রভাব পড়তে পারে। অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে ভারতের দেখা উচিত, আর দোষীদের শাস্তি দেওয়া উচিত। এই ঘটনায় ভারতীয় আধিকারিকরা দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা জরুরি এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার আশ্বাস ভারতের তরফে দেওয়া উচিত।' পান্নুনকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগকে খতিয়ে দেখতে নয়াদিল্লি যে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গড়ার কথা বলেছে, তাতে অবশ্য ভারতীয় বংশোদ্ভূত এমপি-রা স্বাগত জানিয়েছেন।

এর মধ্যেই নিখিল গুপ্তের পরিবার আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছে। সেখানে বিভিন্ন ভাবে নিখিল গুপ্তের নাগরিক অধিকার হরণের অভিযোগ করা হয়েছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, প্রাগ বিমানবন্দরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে কিছু ব্যক্তি কোনও কারণ না দেখিয়েই নিখিলকে আটক করেন। তাঁকে জোরপূর্বক একটি গাড়িতে বসিয়ে ফোন কেড়ে নেন তাঁরা। তিন ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এমনকি নিখিল গুপ্তকে আটক বা গ্রেপ্তারের বিষয়টি চেক প্রজাতন্ত্রের সরকার ভারতীয় দূতাবাসকে জানায়নি। ফলে এতে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘিত হয়েছে। আরও দাবি করা হয়েছে, নিখিলের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড কর্নার নোটিশ থাকার কথা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ এর আগে দিল্লি বা তুরস্কের বিমানবন্দরে তাঁকে কেউ আটকাননি।

Howrah Municipal Corporation
Borough-II
43, Jelia Para Lane - 711106
Ph: 033-2665-0888
e-Tender Notice
E-Tender No.: TN/006/AE/B-II/ 2023-24, Date: 18.12.2023
Detail information will be available from the Office of Borough-II HMC. Visit the site: **https//:wbtenders.gov.in** uploading (online) Start: **20.12.2023 at 06:00 PM**. Submission Closing (Online): **30.12.2023 at 06:00 PM.**
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-II, H.M.C.

TENDER NOTICE
Mohanpur Gram Panchayat
Barrackpore-II Block, North 24 Parganas
NIT NOS - 2023_ZPHD_ 623828_1. Dated- 15/12/2023.
www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan, Mohanpur Gram Panchayet

Lumpsum qoatation of fees are invited from re-sourceful architects firms for **architectural consultancy** service for construction of a **G+IV** residential building for **"Neel Diganta housing Coopera- tive Society Ltd"** On a 4.03 katha land at New Town at Rajarhat, kolkata
Email: neeldigantacooperativehousings@gmail.com

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচ এম সি, নিম্নোক্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, সাম্প্রতিকতম জিএসটি, ট্রেড লাইসেন্স, পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

ক্রম নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১.	এইচএমসি অধীনে ওয়ার্ড নং ৪৭, ৩৭, ২৬, ২৭, ৪৪, ১০, ৩১, ৬, ৪৬ তে কভার স্ল্যাব সহ নিকাশির সংস্কার এবং নির্মাণ।	মেমো নং ১৩৭৩/কনস/২৩-২৪, তারিখ : ১৪/১২/২০২৩

টেন্ডার (অনলাইন) দাখিল শুরুর তারিখ : ১৫/১২/২০২৩ সন্ধে ৬ টায় এবং টেন্ডার (অনলাইন)দাখিলের শেষ তারিখ : ০৩/০১/২০২৪ বেলা ১ টা পর্যন্ত। অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট দেখুন : https://wbtenders.gov.in
২২৯(৩)/২৩-২৪
১৬.১২.২৩
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

দক্ষিণ আফ্রিকাকে সর্বনিম্ন রানে থামিয়ে ভারত জিতল ২০০ বল হাতে রেখে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সব সময়ই বিপজ্জনক দল। গোলাপি দিনের ক্রিকেটে সেটা যেন আরও বেশি। স্তন ক্যানসারের সচেতনতায় এক দশক ধরে 'পিংক ডে' ওয়ানডে আয়োজন করে আসছে দক্ষিণ আফ্রিকা, যেখানে প্রথম ১১ ম্যাচের ৯টিতেই জিতেছে স্বাগতিকেরা।

তবে নতুন মৌসুমের প্রথম 'পিংক ডে' ক্রিকেটে উল্টো দক্ষিণ আফ্রিকাকেই ভুগিয়েছে ভারত। অর্শদীপ সিং ও আবেশ খানের বোলিং তোপে মাত্র ১১৬ রানে অলআউট হয় প্রোটিয়ারা। ভারত লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ৮ উইকেট আর ২০০ বল হাতে রেখে। এটি ওয়ানডেতে বলের হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় বড় হার।

জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্সে দক্ষিণ আফ্রিকা অস্বস্তিকর রেকর্ডের মুখোমুখি হয়েছে ম্যাচের প্রথম ইনিংসেই। আগে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৫২ রানে ৬ উইকেট হারায় প্রোটিয়ারা, যা তাদের ওয়ানডে ইতিহাসে ঘরের মাঠে সবচেয়ে কম রানে ৬ উইকেটে হারানোর ঘটনা।

পরে আন্দিলে ফিকোয়াওয়ের চেষ্টায় দলগত রান তিন অঙ্কে গেলেও থেমে যেতে হয় ১১৬ রানে। ঘরের মাঠে যেকোনো দলের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বনিম্ন সংগ্রহ এটি। আগেরটি ছিল ২০১৮ সালে ভারতেরই বিপক্ষে ১১৮ রান।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদের সর্বনিম্ন রানে অলআউট করে দেওয়ার পথে মূল ভূমিকা দুই ভারতীয় পেসার অর্শদীপ ও আবেশের। এর আগে তিনটি ওয়ানডেতে কোনো উইকেট না পাওয়া অর্শদীপ এই ম্যাচে তুলে নেন ৩৭ রানে ৫ উইকেট। ৮ ওভার বল করে ৩ মেডেনসহ ২৭ রানে ৪ উইকেট আবেশের।

রান তাড়ায় নেমে চতুর্থ ওভারেই উইয়ান মাল্ডারের বলে রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে হারায় ভারত। তবে অভিষিক্ত সাই সুদর্শনকে নিয়ে পাল্টা প্রোটিয়া বোলারদের ওপর চাপ তৈরি করেন শ্রেয়াস আইয়ার।

দুজনের ৭৩ বলে ৮৮ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটি থামে ফিকোয়াওয়ের বলে আইয়ারের আউটে। ফেরার আগে ৪৫ বলে ৫২ রান করে যান আইয়ার। সুদর্শন মাঠ ছাড়েন ৪৩ বলে ৫৫ রানে অপরাজিত থেকে।

১৭তম ওভারের চতুর্থ বলে তিলক ভার্মা ভারতের জয়ের রান তুলে নিলে ২০০ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ হারে দক্ষিণ আফ্রিকা। এর আগে ২০০৮ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২১৫ বল আগে হেরেছিল তারা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণ আফ্রিকা ২৭.৩ ওভারে ১১৬ (ফিকোয়াও ৩৩, জর্জি ২৮, মার্করাম ১২; অর্শদীপ ৫/৩৭, আবেশ ৪/২৭)।

ভারত ১৬.৪ ওভারে ১১৭/২ (সুদর্শন ৫৫*, আইয়ার ৫২; ফিকোয়াও ১/১৫, মাল্ডার ১/২৬)।

ফল ভারত ৮ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচসেরা অর্শদীপ সিং।

৩৬০ রানে হার পাকিস্তানের, অস্ট্রেলিয়ায় টানা ১৫তম পরাজয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৯৫ সালের পর অস্ট্রেলিয়ায় খেলা ১৪টি টেস্টেই হার; এই ইতিহাস সঙ্গী করেই এবার অস্ট্রেলিয়া গেছে পাকিস্তান। পার্থ টেস্টটা চার দিনের মধ্যেই ৩৬০ রানে হেরে সংখ্যাটাকে টানা ১৫ বানিয়ে ফেলল পাকিস্তানিরা।

৫ উইকেটে ২৩৩ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসটা ঘোষণা দেয় অস্ট্রেলিয়া। আর তাতেই ৪৫০ রানের বিশাল লক্ষ্যের সামনে পড়ে যায় পাকিস্তান। চতুর্থ ইনিংসে অত রান করে কখনো টেস্ট জেতেনি কোনো দল। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসটা তাই হয়ে যায় ইতিহাস গড়ার উপলক্ষ।

তবে চাইলেই তো ইতিহাস গড় যায় না! বরং চাপে পিষ্ট হয়ে ৩০.২ ওভারেই ৮৯ রান তুলতেই অলআউট শান মাসুদের দল। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এটি পাকিস্তানের পঞ্চম সর্বনিম্ন টেস্ট স্কোর।

প্রথম ওভারেই উইকেট হারানো পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ২৪ রান করেছেন সৌদ শাকিল। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন দুই পেসার মিচেল স্টার্ক ও জশ হ্যাজলউড। ২ উইকেট নাথান লায়নের, যার প্রথমটি নিয়েই ইতিহাসের অষ্টম বোলার হিসেবে টেস্টে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন এই অফ স্পিনার।

২ উইকেটে ৮৪ রান নিয়ে দিন শুরু করা অস্ট্রেলিয়া আরও ১৪৯ রান যোগ করে দ্বিতীয় সেশনে ইনিংস ঘোষণা করে। ব্যাটিংয়ে নেমেই প্রথম ওভারে ফিরে যান আবদুল্লাহ শফিক। মিচেল স্টার্কের অফ স্টাম্প বরাবর করা বলটি শফিকের ব্যাটে চুমো খেয়ে আশ্রয় নেয় উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারির গ্লাভসে। ষষ্ঠ ওভারে আবার বল জমে যায় ক্যারির গ্লাভসে। এবার আউট শান মাসুদ। পাকিস্তান অধিনায়ক অকারণে খোঁচা দিয়ে বিপদ ডেকে আনেন। শফিকের মতো ২ রানে ফিরেছেন মাসুদও।

এক ওভার পর স্টার্কের বলে ইমাম-উল-হক যখন এলবিডব্লু হলেন পাকিস্তানের রান ৩ উইকেটে ১৯। পাকিস্তান ইনিংসে সবচেয়ে বড় জুটিটা পায় এরপরই। সাবেক অধিনায়ক বাবর আজম সৌদি শাকিলকে নিয়ে চতুর্থ উইকেটে যোগ করেন ২৯ রান।

বাবর ফিরে যান চা বিরতির আগেই ব্যক্তিগত ১০ রানে। অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের লাফিয়ে ওঠা বলটি বাবরের ব্যাটের ওপরে কানায় লেগে চলে যায় ক্যারির কাছে। ব্যাটিংয়ে মূল স্তম্ভকে হারিয়ে ফেলার পাকিস্তান চা বিরতিতে যায় ৪ উইকেটে ৫৩ রান নিয়ে।

চা খেয়ে ফেরার পর এক ঘণ্টাও টেকেনি পাকিস্তান। আর ১৩.২ ওভারের মধ্যেই শেষ ৬ উইকেট খোয়ায় দলটি। এ সময়েই ফাহিম আশরাফকে এলবিডব্লু করে টেস্টে ৫০০ উইকেটের ক্লাবের টিকিট পেয়ে যান লায়ন।

এরপর বাকি ৩ উইকেট নিতেও বেশি সময় নেননি অস্ট্রেলিয়ার বোলাররা।

চাপে থাকা জাভির পাশে রিয়াল কোচ আনচেলত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: লা লিগা এখন মাঝপথে, চ্যাম্পিয়নস লিগ গড়িয়েছে নকআউট পর্বে। এমন সময়েই কি না ধুঁকতে শুরু করেছে বার্সেলোনা। লা লিগায় আগের সপ্তাহে জিরোনার কাছে ৪-২ গোলে হারার পর গতকাল ভ্যালেন্সিয়ার মাঠ থেকে ১-১ গোলের ড্র নিয়ে ফিরেছে তারা। এর আগে চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে অ্যান্টওয়ার্পের কাছে হেরেছে ৩-২ গোলে।

অ্যান্টওয়ার্পের কাছে হারটিতে তেমন কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি বার্সার। গ্রুপ পর্বের শীর্ষ দল হিসেবেই শেষ ষোলোতে উঠেছে তারা। কিন্তু লা লিগায় পরপর দুই ম্যাচে হার ও ড্রয়ে শিরোপা লড়াইয়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে ক্যাম্প ন্যুয়ের দলটি।

১৭ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে তারা আছে তৃতীয় স্থানে। কিন্তু শীর্ষে থাকা জিরোনার চেয়ে পিছিয়ে আছে ৬ পয়েন্টে। ১৬ ম্যাচ খেলে জিরোনার পয়েন্ট ৪১। সমান ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ দ্বিতীয় স্থানে। ১৬ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদ আছে চতুর্থ স্থানে।

পরিস্থিতি যখন এমন, কোচ জাভি হার্নান্দেজ আছেন খুব চাপে। ভ্যালেন্সিয়া ম্যাচের আগেই জাভি বলেছিলেন, বার্সেলোনার পরিবেশ দেখে এমন মনে হচ্ছে, যেন তাঁর বাবা বা মা মারা গেছেন এবং তাঁদের শেষকৃত্য চলছে।

ভ্যালেন্সিয়ার সঙ্গে ড্র করে গতকাল বার্সেলোনা পয়েন্ট হারানোর পর পরিস্থিতি নিশ্চয়ই আরও বাজে হয়েছে। অনেকে তো মনে করছেন, বার্সেলোনাতে জাভির সময় ফুরিয়ে আসছে। যদিও জাভি নিজে এমনটা এখনো ভাবছেন না।

জাভির এমন চাপের সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন বার্সেলোনার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। লা লিগায় আজ বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ২টায় নিজেদের মাঠে ভিয়ারিয়ালের মুখোমুখি হবে রিয়ার। এই ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে বার্সা ও জাভির দুর্গতি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল আনচেলত্তিকে। সেই প্রশ্নের উত্তরে জাভিকে সময়ের অন্যতম সেরা কোচ বলে দাবি করেছেন রিয়ালের ইতালিয়ান কোচ।

আনচেলত্তি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'সমালোচনা শোনাটা কোচদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপারই। আমাদের এটা মেনে নিতে হবে। ন্যায্য বা অন্যায্য হোক, অনেকেই সমালোচনা করাটাই বেছে নেয়। কোচদের শুধু ফলের মাধ্যমেই বিচার করা হয়। কেউ কোচের পদ্ধতি বা ড্রেসিংরুম সামলানোর বিষয়টি বিবেচনা করে না। জাভি এটা ভালো করেই জানে। আমার কাছে সে একজন গ্রেট কোচ।'

লায়ন অপরাজিত ৫০০

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০০১ সালের ১৯ মার্চ। পোর্ট অব স্পেন ইতিহাস গড়লেন কোর্টনি ওয়ালশ। দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যাক ক্যালিসকে এলবিডব্লু করে ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পেসার।

২২ বছর পর আজ ওয়ালশের ফিরিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারাকে।

২০১১ সালে টেস্ট অভিষিক্ত লায়ন ৫০০ ক্লাবে দ্বিতীয় অফ স্পিনার। প্রথমজন টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি মুত্তিয়া মুরালিধরন। ১২৩তম ম্যাচে ৫০০তম উইকেটটি পেলেন লায়ন। ম্যাচের হিসেবে পঞ্চম দ্রুততম এই

প্রতিষ্ঠিত ৫০০ উইকেটের ক্লাব পেয়ে গেল অষ্টম সদস্য। পার্থ টেস্টের চতুর্থ দিনে আজ পাকিস্তানের ফাহিম আশরাফকে রিভিউ নিয়ে এলবিডব্লু করে ৫০০তম উইকেটটি পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অফ স্পিনার নাথান লায়ন। সেই লায়ন যিনি কিনা টেস্ট ক্রিকেটে নিজের প্রথম বলেই অস্ট্রেলীয়। ৮৭ ম্যাচে ৫০০ ছুঁয়ে এই রেকর্ডেও সবার ওপরে মুরালিধরন। দ্রুততম ৫০০ উইকেটশিকারিদের তালিকায় মুরালিধরন ছাড়া লায়নের ওপরে আছেন ভারতের লেগ স্পিনার অনিল কুম্বলে (১০৫ ম্যাচ), অস্ট্রেলিয়ার লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্ন (১০৮) ও অস্ট্রেলিয়ার পেসার গ্লেন ম্যাকগ্রা (১১০)।

'এটা আমাদের প্রাপ্য', প্যালেসের সঙ্গে ড্রর পর গার্দিওলার ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ কোন ম্যানচেস্টার সিটি? দলটি কি তবে শিরোপাদৌড় থেকে ছিটকেই যাবে? ম্যান সিটির সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স দেখে এমন প্রশ্ন কারও মনে আসতেই পারে। সিটিকে নিয়ে এখনই হয়তো শেষ কথা বলার সুযোগ নেই। কিন্তু দলটির অবস্থা যে মোটেই ভালো যাচ্ছে না, তা বলাই যায়। টানা চার ম্যাচে জয়হীন থাকার পর লুটন টাউনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে গত সপ্তাহে জয়ে ফিরেছিল সিটি। কিন্তু পরের ম্যাচেই কাল আবার ক্রিস্টাল প্যালেসের সঙ্গে ড্র করেছে তারা।

গতকাল রাতে নিজেদের মাঠে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত জিততে পারল না সিটি। দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২-২ গোলে ড্র করে ইতিহাদ থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে ফিরল প্যালেস। সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেও ম্যাচ জিততে না পারায় খেলা শেষে নিজের খেলোয়াড়দের ওপর ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা। বলেছেন, এই ম্যাচে জয় তাঁর দলের প্রাপ্য ছিল না।

শেষ ৬ ম্যাচের মধ্যে ৫ ম্যাচেই পয়েন্ট হারিয়েছে সিটি। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলে ৩ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে ইতিহাদের দলটি। রাতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে লিভারপুল জিতলে এই ব্যবধান বেড়ে দাঁড়াবে ছয়ে। ১৭ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে সিটি আছে চতুর্থ স্থানে। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ১৬ ম্যাচে ৩৭। সমান ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল আছে দ্বিতীয় স্থানে। ৩৫ পয়েন্ট পাওয়া অ্যাস্টন ভিলা তিনে।

এমন পরিস্থিতিতে দলের এমন দশা মানতে পারছেন না গার্দিওলা। তিনি বলেছেন, 'এটা দুর্ভাগ্য নয়, এটা আমাদের প্রাপ্য। আমরা ২ পয়েন্ট ফেলে এসেছি। আপনি যখন এভাবে পেনাল্টি দেবেন, এমন ফল আপনার প্রাপ্য। যতগুলো সুযোগ আমরা তৈরি করেছি এবং যেসব গোল আমরা হজম করেছি, তা দেখলে বুঝবেন, আমরা ম্যাচ শেষ করতে পারছি না।'

শেষ মুহূর্তে প্রতিপক্ষকে পেনাল্টি উপহার দেওয়ার বিষয়টি যেন গার্দিওলা মানতেই পারছেন না। বক্সের ভেতর দল সতর্ক না থাকায় এভাবে গোল হজম করতে হয়েছে বলে মনে করেন গার্দিওলা।

তিনি বলেছেন, '১৮ গজ বক্সে আপনাকে অনেক সতর্ক থাকতে হবে। আমরা ছিলাম না। এই ম্যাচে জেতাটা তাই আমাদের প্রাপ্য ছিল না।' ম্যান সিটি নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে ক্লাব বিশ্বকাপে। ১৯ ডিসেম্বর রাতে এই ম্যাচে সিটির প্রতিপক্ষ জাপানি ক্লাব উরাওয়া রেড ডায়মন্ডস।

পরিকল্পনা ও বড় জুটির অভাবে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হার বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: যদি বলা হয় ম্যাচটা তো নিউজিল্যান্ড ২৩৯ রান করে ফেলার পরই শেষ, খুব কি ভুল বলা হবে? একটু বোধ হয় ভুলই। ৯২ রানে ৪ উইকেট পড়ে যাওয়ার পরও ২০০ রান তো করেছে বাংলাদেশ। খারাপ কী!

শেষে এসে স্কোরটা দেখে একটু সান্ত্বনা হয়তো পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ৩০ ওভারের ম্যাচে ২৪৫ রান করে জিততে যে ব্যাটিংটা শুরু থেকে দরকার ছিল, ডানেডিনের প্রথম ওয়ানডেতে আজ সেটা কি করতে পারল বাংলাদেশ?

বৃষ্টিতে বারবার থেমেছে খেলা। পরিস্থিতি বুঝে নিউজিল্যান্ডের ওপেনার উইল ইয়াং আর অধিনায়ক টম ল্যাথাম অনেকটা হিসেব করেই বেহিসেবি ব্যাটিং করলেন। বৃষ্টির কারণে খেলা শুরু হয়েছিল ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট দেরিতে। এরপর দুটি মোটামুটি লম্বা বৃষ্টি বিরতির পর ৩০ ওভারে নেমে আসা ম্যাচেও তাই নিউজিল্যান্ডের রান ৭ উইকেটে ২৩৯। ওই কন্ডিশনে বাংলাদেশের জন্য ডিএলএস পদ্ধতিতে দাঁড়ানো ২৪৫ রানের লক্ষ্য স্পর্শ করাটা কঠিনই ছিল।

সেই কঠিনকে সহজ করারও কোনো পরিকল্পনা দেখা গেল না বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ে। শুরুর দিকের ব্যাটসম্যানরা উইকেটে এলেন আর গেলেন। লম্বা ইনিংস নেই, বড় জুটি হয়নি। ১০৩ রানে ৫ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর এই ম্যাচ থেকে আসলে আর বেশি কিছু আশা করারও ছিল না। ষষ্ঠ উইকেটে তাওহিদ হৃদয় আর আফিফ হোসেনের ৫৬ রানের জুটিতে ম্যাচের সময়টাই কেবল দীর্ঘায়িত হলো।

নিউজিল্যান্ড সিরিজের দলে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়ে ফিরেছেন সৌম্য সরকার। তাঁর সামর্থ্যের কথা ভেবে অবশ্য একটা আশাও ছিল; ওই কন্ডিশনে হয়তো দেখা যাবে পুরোনো সৌম্যকে। না, দেখা গেল না কোনোভাবেই। বল হাতে ৬ ওভারে ৬৩ রান দিয়ে উইকেট শূন্য। তার চেয়েও হতাশার এনামুল হক বিজয়ের সঙ্গে ইনিংস শুরু করতে নেমে তাঁর প্রথম ওভারেই দ্বিধান্বিত শট খেলে আউট হয়ে যাওয়া। ইনিংসের চতুর্থ বলে অ্যাডাম মিলনের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে ব্যাট লাগিয়ে সেকেন্ড স্লিপে ক্যাচ, দলের রান তখন মাত্র ১।

সপ্তম ওভারে ইশ সোধির বলে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন বোল্ড হয়ে গেলেন রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে। ওই শটটা তখন খেলার খুব দরকার ছিল কি না নাজমুলই ভালো বলতে পারবেন। তবে পরিণতি যে ভালো হয়নি সেটা তো সবাই-ই দেখেছেন।

শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং করা এনামুল ব্যক্তিগত ৮ রানে আউট হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের উইকেটকিপার টম ব্লান্ডেল গ্লাভসে বল রাখতে না পারায়। সেই এনামুলও ফিরলেন ৪৩ রান করে অভিষিক্ত পেসার জশ ক্লার্কসনকে তাঁরই হাতে প্রথম আন্তর্জাতিক উইকেট উপহার দিয়ে।

লিটন দাস ক্লার্কসনেরই আরেকটা বলে খেলবেন কি খেলবেন না করে গ্লাভসে বল লাগিয়ে কট বিহাইন্ড, মুশফিকুর রহিমও কট বিহাইন্ড রাচিন রবীন্দ্রকে রিভার্স সুইপ খেলতে গিয়ে। এভাবে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসার খেলায় মাতলে আর যাই হোক ৩০ ওভারে ২৪৫ করতে পারার কথা নয়। বাংলাদেশ তা করেওনি। তাওহিদ আর আফিফের কিছু ভালো শট এবং দুটি মাঝারি ইনিংসের সুবাদে ৯ উইকেটে ঠিক ২০০ করেছে বাংলাদেশ। ভালো শুরু পাওয়া ব্যাটসম্যানদের অন্তত কেউ একজন যদি পারতেন নিজের ইনিংসটা লম্বা করতে, ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতেও পারত।

অথচ কী দারুণভাবেই না শুরু হয়েছিল ম্যাচটা! বৃষ্টি ভেজা কন্ডিশনে টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন অধিনায়ক নাজমুল। ম্যাচের প্রথম বলে উইল ইয়াংয়ের ব্যাটে চার খেলেও চতুর্থ বলেই শরীফুল উল্লাসে উদ্বাহু হয়েছিলেন। অফ স্টাম্পের ওপর বল ছিল। রাচিন রবীন্দ্রের ব্যাটের কানা ছুঁয়ে সেটা জমা পড়ল উইকেটকিপার মুশফিকের হাতে। ওভারের শেষ বলে আবারও বাংলাদেশ দলের উদ্‌যাপনের মধ্যমণি বাঁহাতি শরীফুল। সেকেন্ড স্লিপে এবার হেনরি নিকোলসের দুর্দান্ত ক্যাচ নিলেন এনামুল।

বৃষ্টির কারণে ৫০ ওভারের ম্যাচ নেমে এসেছিল ৪৬ ওভারে। তবে বৃষ্টির ঝাপটা ওখানেই থামেনি। নিউজিল্যান্ডের ইনিংসের সময়ই আরও দুবার খেলা থেমেছে বৃষ্টিতে। ম্যাচটা সে কারণেই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ৩০ ওভারের।

যখনই বৃষ্টি থেমে খেলা শুরু হয়েছে, তখনই কমিয়ে আনা হয়েছে ম্যাচের দৈর্ঘ্য, সঙ্গে কিউই ব্যাটসম্যানরা ব্যাটে তুলেছেন ঝড়। আরও নির্দিষ্ট করে বললে ঝড়টা তুলেছেন অধিনায়ক টম ল্যাথাম আর ওপেনার উইল ইয়াং। ল্যাথাম শেষ পর্যন্ত ৯২ রানে আউট হয়ে গেলেও ইয়াং ফিরেছেন ওয়ানডেতে নিজের তৃতীয় শতক (১০৫) নিয়ে।

শরীফুলের অমন শুরুর পরও কিউইরা বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে এ দুজনের কৃতিত্বে। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠতে দুজনই প্রথমে করেছেন সতর্ক ব্যাটিং, পরে গেছেন আক্রমণে। বৃষ্টির বাধা টপকে ১৭১ রানের তৃতীয় উইকেট জুটিতে নিউজিল্যান্ডের ইনিংসটা এগিয়ে নিয়েছেন তাঁরাই, যেটা পারেননি বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যান। অবশ্য এ জন্য সৌম্য সরকারকেও একটা 'ধন্যবাদ' দিতে পারেন ল্যাথাম।

ইনিংসের ১০ম ওভারের প্রথম বলে নিজের রান যখন ১৮, মোস্তাফিজুর রহমানের বাড়তি বাউন্স পাওয়া বলে ফার্স্ট স্লিপে ক্যাচ দিয়েছিলেন ল্যাথাম। সৌম্য লাফিয়ে উঠে শুধু হাতই ছোঁয়াতে পারলেন বলে, ক্যাচ নিতে পারলেন না। অথচ ল্যাথাম ওই বলে আউট হলে ইয়াংয়ের সঙ্গে তাঁর জুটিটা শেষ হয়ে যেত মাত্র ৩০ রানে। তাঁরও আর ৯২ রান করা হয় না।

ইনিংসের ১৩.৫ ওভার পর প্রথমবার বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হওয়ার সময় নিউজিল্যান্ডের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ৬৩ রান। পৌনে এক ঘণ্টার বিরতির পর ৪৬ ওভারের ম্যাচ নেমে এসেছিল ৪০ ওভারে। কিন্তু ৬ ওভার ৩ বল খেলা হয়েই আবার বৃষ্টি। মাঝের এই সময়টায় নিউজিল্যান্ডের দুই ব্যাটসম্যানই রানের গতি বাড়িয়ে নিয়েছেন।

১৯.২ ওভার পর দ্বিতীয়বার বৃষ্টিতে খেলা থামার আগেই স্বাগতিকদের রান ১০৮, অর্ধশত হয়ে যায় ল্যাথামের। ১২তম কিউই ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ানডেতে করে ফেলেন ৪ হাজার রানও। ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট পর আবার খেলা শুরু হলে ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে আসে ৩০ ওভারে। এই দফা ইয়াং-ল্যাথাম হয়ে ওঠেন আরও আগ্রাসী।

বৃষ্টি থামার পরের ওভারেই সৌম্যর বলে উইকেটকিপার মুশফিকের মাথার ওপর দিয়ে স্কুপে ছক্কা মারেন ল্যাথাম। আরেকটি দারুণ স্কুপে সৌম্যকে ওই ওভারে ছক্কা মেরেছেন ইয়াংও। মিরাজকে মারা ল্যাথামের ছক্কা গিয়ে পড়েছে ইউনিভার্সিটি ওভালের কার পার্কে। পরের ওভারের শেষ তিন বলে সৌম্যকে পর পর তিন বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন ল্যাথাম।

ম্যাচের এই পর্বের প্রায় প্রতি ওভারেই একের বেশি চার-ছক্কা। ২৫তম ওভারে ল্যাথাম আর ইয়াংয়ের বলে দুই ছক্কা খেতে হয়েছে ওই ওভারেই প্রথম বোলিংয়ে আসা আফিফ হোসেনকেও। এক ওভার করেই তিনি দিয়েছেন ১৭ রান। সৌম্যর করা ২৮তম ওভারে এসেছে চার বাউন্ডারিতে ১৮। চারটি চারই মেরেছেন ইয়াং।

৩ ছক্কা আর ৯ বাউন্ডারিতে ৭৭ বলে ৯১ রান করা ল্যাথাম শেষ পর্যন্ত ফিরেছেন মিরাজের বলে বোল্ড হয়ে। ব্যাটের ভেতরের কানায় বল লেগে স্টাম্প ভেঙেছে কিউই অধিনায়কের। তার আগে ইয়াংয়ের সঙ্গে হওয়া তাঁর ১৭১ রানের জুটি বাংলাদেশের বিপক্ষে যে কোনো উইকেটে নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

ল্যাথাম ফিরে যাওয়ার পর ইয়াং-এর সঙ্গে দলের রানটাকে গতিশীল রাখার দায়িত্ব নেন মার্ক চ্যাপম্যান। দুজন মিলে ২৭তম ওভারেই ২০০ পার করিয়ে দেন নিউজিল্যান্ডকে। ১১ বলে দ্রুতলয়ে ২০ রান করে ফিরে যান চ্যাপম্যান।

শেষ দিকে দ্রুত রানের জন্য ছুটতে গিয়ে ইয়াংসহ নিউজিল্যান্ডের চার ব্যাটসম্যানই রান আউট হয়েছেন। তাতে কী! বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো একটা লক্ষ্য যে দেওয়া গেছে তার আগেই। বারবার বৃষ্টির বাধা আর কিউই ব্যাটসম্যানদের চার-ছক্কার ঝড়ে শরীফুলের আগুন ঝরানো প্রথম ওভার তখন সুদূর অতীত। বাংলাদেশ হেরে যাওয়ার পর তো সেই শুরু আর মনে রাখারই সুযোগ নেই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**